দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ

অর্থনীতিতে সম্পদ হলো সেসব জিনিস বা দ্রব্য যেগুলো পেতে চাইলে অর্থ ব্যয় করতে হয়। সংক্ষেপে আমরা এ দ্রব্যগুলোকে অর্থনৈতিক দ্রব্যও বলে থাকি। যেমন : ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, টিভি ইত্যাদি দৃশ্যমান বস্তুগত সম্পদ এবং ডাক্তারের সেবা, শিক্ষকের পাঠদান ইত্যাদি অদৃশ্যমান বা অবস্তুগত সম্পদ। উলিল্লখিত জিনিসগুলো পেতে চাইলে অর্থ ব্যয় করতে হবে।

শিখনফল

- অর্থনৈতিক সম্পদের ধারণা
- প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্পদ এবং উৎপাদিত সম্পদের মধ্যে তুলনা
- বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সম্পদ চিহ্নিত
- অবাধলভ্য দ্রব্য এবং অর্থনৈতিক দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য
- স্থায়ী ও অস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যের তুলনা
- মধ্যবর্তী দ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য
- সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচনের ধারণা
- আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক
- বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যাবলি

অধ্যায়ের গুরবত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে জেনে রাখি

- **অর্থনৈতিক সম্পদ :** অর্থনীতিতে সম্পদ হলো সেসব জিনিস বা দ্রব্য যেগুলো পেতে চাইলে অর্থ ব্যয় করতে হয়। সংক্ষেপে আমরা এ দ্রব্যগুলোকে অর্থনৈতিক দ্রব্যও বলে থাকি। যেমন : ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, টিভি ইত্যাদি দৃশ্যমান বস্তুগত সম্পদ এবং ডাক্তারের সেবা, শিক্ষকের পাঠদান ইত্যাদি অদৃশ্যমান বা অবস্তুগত সম্পদ। উলিল্লখিত জিনিসগুলো পেতে চাইলে অর্থ ব্যয় করতে হবে। কোনো জিনিসকে যদি অর্থনীতিতে সম্পদ বলতে হয় তবে তার চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো : ১. উপযোগ; ২. অপ্রাচুর্যতা; ৩. হস্তান্তরযোগ্য; ৪. বাহ্যিকতা।
- **সম্পদের শ্রেণিবিভাগ :** উৎপত্তির দিক থেকে সম্পদ তিন প্রকার। যথা : ১. প্রাকৃতিক সম্পদ; ২. মানবিক সম্পদ; ৩. উৎপাদিত সম্পদ।
- **বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদ :** বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। উন্নয়নের সাথে দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের বিশেষ সম্পর্ক থাকে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে : ১. কৃষি সম্পদ; ২. খনিজ সম্পদ; ৩. বনজ সম্পদ; ৪. প্রাণিজ সম্পদ; ৫. শক্তি সম্পদ; ৬. পানি সম্পদ প্রভৃতি।
- **দ্রব্য :** অর্থনীতিতে যে জিনিসের উপযোগ আছে তাই দ্রব্য। অর্থনীতিতে এসব দ্রব্যকে আবার অবাধলভ্য দ্রব্য, অর্থনৈতিক দ্রব্য; ভোগ্য দ্রব্য; মধ্যবর্তী দ্রব্য; চূড়ান্ত দ্রব্য; মূলধনী দ্রব্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে ভাগ করা হয়।
- **সুযোগ ব্যয় :** অর্থনীতিতে বহুল ব্যবহৃত একটি ধারণা 'সুযোগ ব্যয়'। কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করতে হয়– এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো অন্য দ্রব্যটির 'সুযোগ ব্যয়' (Opportunity Cost)।
- **নির্বাচন :** অর্থনীতিতে সম্পদের স্বল্পতার জন্যই নির্বাচন করতে হয় এবং এটি ব্যক্তি পর্যায়ের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্পদে স্বল্পতার জন্য হয়ে থাকে।
- **আয় :** উৎপাদনের কোনো উপকরণ ব্যবহারের জন্য উপকরণটি বা এটির মালিক একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে অর্থ পায় তাকে আয় বলে। শ্রমের জন্য প্রাপ্ত আয়কে মজুরি বলে।
- **সঞ্চয় :** মানুষ আয় করে ভোগ করার জন্য। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে অর্জিত আয়ের পুরোটাই মানুষ ভোগ করে না। আয়ের একটি অংশ রেখে দেয় কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। এই রেখে দেওয়া অংশের নাম সঞ্চয়।
- **বিনিয়োগ :** মানুষ আয় থেকে সঞ্চয় করে থাকে। সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানো কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলে।
- **অর্থনৈতিক কার্যাবলি :** মানুষ জীবিকা সংগ্রহের জন্য যে কার্যাবলি করে থাকে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলা হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবনধারণের জন্য তা ব্যয় করে। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা হলো দ্রব্যসামগ্রীর অভাব পূরণ করা।
- **অ–অর্থনৈতিক কার্যাবলি :** যে সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না এবং তা জীবনধারণের জন্য ব্যয় করা যায় না তাকে অ–অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলা হয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড মানুষের অভাব পূরণ করলেও অর্থ উপার্জনে ভূমিকা রাখতে পারে না।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **কোনটি সমষ্টিগত সম্পদ?**
ক ঘরবাড়ি ● ডাকঘর গ পদ্মা নদী ঘ বঙ্গোপসাগর

২. **ব্যবসায়ের সুনাম সম্পদ। কারণ এর–**
i. অভাব পূরণের ক্ষমতা আছে
ii. স্বত্ব পরিবর্তন করা যায়
iii. সামষ্টিক মালিকানা দেখা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাহেলার একটি সেলাই মেশিন আছে। এর থেকে তার মাসিক আয় ১০,০০০/– টাকা। তিনি পারিবারিক ভরণপোষণ, সন্তানের শিক্ষা ব্যয় বাদে বাকি টাকা সঞ্চয় পত্রে জমা করেন। সঞ্চয়ের অর্থ থেকে এ বছর তিনি আরেকটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেছেন।

৩. **রাহেলার নতুন সেলাই মেশিন ক্রয়কে অর্থনীতিতে কী বলে?**
ক সঞ্চয় খ মূলধন ● বিনিয়োগ ঘ সুযোগ ব্যয়

৪. **রাহেলার শেষোক্ত কাজের মাধ্যমে–**
i. পারিবারিক নিরাপত্তা বাড়বে
ii. সন্তানের প্রতি দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে
iii. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ● i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচন

শফিকদের বাড়িতে কয়েকজন মেহমান এসেছেন। তার মা তাকে ১০০০/– টাকা দিয়ে কিছু মাছ ও মাংস কিনতে বাজারে পাঠান। সে বাজারে গিয়ে দেখে পুরো টাকা দিয়ে ২ কেজি মাছ অথবা ৪ কেজি মাংস কিনতে পারে। অনেক চিন্তার পর সে ১ কেজি মাছ এবং ২ কেজি মাংস ক্রয় করে।

ক. আয় কী?
খ. শক্তি সম্পদ বলতে কী বোঝায়?
গ. শফিকের মাছ–মাংস ক্রয়ের ধারণাটি চিত্রে উপস্থাপন করে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. শফিকের দুটি দ্রব্য নির্বাচনের অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের কোনো উপকরণ ব্যবহারের জন্য উপকরণটি বা এটির মালিক একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে অর্থ পায়, তাই আয় নামে পরিচিত।

খ কলকারখানা, যানবাহন ও যোগাযোগ, যান্ত্রিক চাষাবাদ ও গৃহকর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে শক্তি ব্যবহার হয় তাকে শক্তি সম্পদ বলা হয়। কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পানি, আণবিক শক্তি, সৌরশক্তি প্রভৃতি হচ্ছে শক্তি সম্পদের উদাহরণ।

গ উদ্দীপকের শফিকের মাছ–মাংস ক্রয়ের ধারণাটি নিচের চিত্রে উপস্থাপন করা হলো :

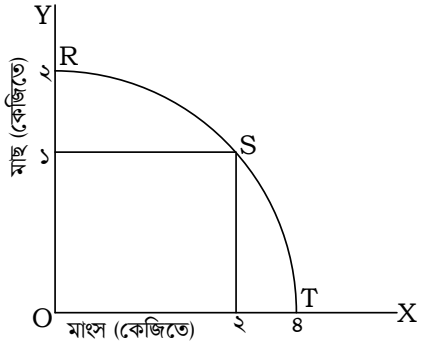

প্রদত্ত চিত্রে OX ভূমি অবে মাংসের পরিমাণ এবং OY লম্ব অবে মাছের পরিমাণ অঙ্কন করা হয়েছে। এখানে ১০০০ টাকা দিয়ে কেবল ২ কেজি মাছ কিংবা ৪ কেজি মাংস কিনলে RT উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাটি পাওয়া যায়। শফিকের মাছ–মাংস উভয় দ্রব্যই কেনার প্রয়োজন হওয়ায় সে RT রেখার S বিন্দুতে অবস্থান করে। এখানে সে ১০০০ টাকা দিয়ে ১ কেজি মাছ ও ২ কেজি মাংস কিনতে সবম হয়। সুতরাং উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরিস্থিত যেকোনো বিন্দু সীমিত সম্পদ দিয়ে দুটি দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ ক্রয় নির্দেশ করে।

ঘ অর্থনৈতিক দ্রব্য হওয়ায় শফিকের মাছ–মাংস নির্বাচনে অর্থনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। মানুষের জীবনে অভাব অসীম, কিন্তু তা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ নিতান্তই কম। সম্পদের এ সীমাবদ্ধতার জন্য মানুষ কিছু অভাব পূরণ করলে অন্যগুলো তার হাতছাড়া হয়। কিন্তু সুন্দরভাবে জীবনযাপনের জন্য অনেক অভাব পূরণের প্রয়োজন পড়ে। সেবেত্রে মানুষ অভাব নির্বাচন করে। অভাব নির্বাচন করতে গিয়ে মানুষ আগে সেসব অভাব পূরণ করে যেগুলো অধিক প্রয়োজনীয়। এবেত্রে সমস্যার অন্ত নেই। সম্পদ কম বলে তাকে অধিক প্রয়োজনীয় অভাবের মধ্যেও অভাব নির্বাচন করতে হয়। কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় অভাবগুলোর মধ্যে একটির বদলে অন্যটি পূরণ করা বাস্তবোচিত হয় না। তাই সে তার অনেক অভাবই পূরণ করে। এর ফলে জীবন সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয়। এ অবস্থার প্রেবিতেই দেখা যায়, মানুষ দুটি প্রয়োজনীয় অভাবের মধ্যে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি পূরণের চেষ্টা করে না; বরং সে তার সীমিত অর্থ দিয়ে দুটি দ্রব্যের অভাবই অল্প অল্প করে পূরণ করে। পরিশেষে বলা যায় যে, শফিকের দুটি দ্রব্য নির্বাচনের যথেষ্ট অর্থনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে।

প্রশ্ন– ২ অর্থনৈতিক দ্রব্য

হাফিজ তাঁর কথার মাধ্যমে সহজেই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। মানুষকে সংগঠিত করার দক্ষতা তাঁর অপরিসীম। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা মালামাল সংরক্ষণের জন্য সদরঘাটে তার একটি ঘর আছে। এখান থেকে তাঁর কর্মচারীরা তাঁর কথামতো দেশের বিভিন্ন স্থানে মালামাল সরবরাহ করেন।

ক. অর্থনৈতিক দ্রব্য কাকে বলে?
খ. প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে কী বোঝায়?
গ. হাফিজের সদরঘাটের ঘরটি অর্থনীতিতে কী ধরনের দ্রব্য? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. হাফিজের গুণাবলি কী সম্পদ? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে জিনিসের উপযোগ আছে তাকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলে।

খ প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া যেসব দ্রব্য মানুষের প্রয়োজন মেটায় তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমন– ভূমি, বনভূমি, খনিজ সম্পদ, নদনদী ইত্যাদি। এ সম্পদগুলো মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে।

গ হাফিজের সদরঘাটের ঘরটি অর্থনীতিতে মূলধনী দ্রব্য। কারণ, যেসব উৎপাদিত দ্রব্য অন্য দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে তাকে মূলধনী দ্রব্য বলে। যেমন– যন্ত্রপাতি, গুদামঘর, কারখানা প্রভৃতি। মূলধনী দ্রব্য বারবার উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। মূলধনী দ্রব্য আবার মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনেও ব্যবহৃত হয়। হাফিজের ঘরটি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা মালামাল সংরক্ষণ করে। এখান থেকে হাফিজের কর্মচারীরা তাঁর কথামতো দেশের বিভিন্ন স্থানে মালামাল সরবরাহ করেন। এতে এই দ্রব্যগুলোই পরবর্তীতে অন্য দ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা করবে। তাই উক্ত ঘরটি একটি মূলধনী দ্রব্য।

ঘ হাফিজের গুণাবলি সম্পদ নয়। অর্থনীতিতে কোনো জিনিসকে সম্পদ হতে হলে তার মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, হস্তান্তরযোগ্য ও বাহ্যিকতা। উদ্দীপকের হাফিজ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ৰমতা, ব্যবসায় সংগঠন পরিচালনা, মূল্যায়ন ইত্যাদি গুণাবলিসম্পন্ন। হাফিজের এ গুণাবলির উপযোগ রয়েছে। এর দ্বারা অভাব মেটানো যায়। তবে তাঁর এ গুণাবলি অপ্রতুল এবং এগুলোর হস্তান্তরযোগ্যতা নেই। এছাড়া তাঁর এ গুণাবলির কোনো বাহ্যিকতা নেই। এগুলো অভ্যন্তরীণ গুণ। অর্থনীতিতে সম্পদ হওয়ার জন্য যে চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তার কোনো একটিও অনুপস্থিত থাকলে তাকে সম্পদ বলা যাবে না। হাফিজের গুণাবলির মধ্যে সম্পদের দুটি বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকলেও আর দুটি বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। তাই হাফিজের গুণাবলিকে অর্থনীতিতে সম্পদ বলা যায় না। পরিশেষে বলা যায়, সম্পদের সবগুলো বৈশিষ্ট্য ধারণ না করায় হাফিজের গুণাবলি সম্পদ নয়।

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী?

উত্তর : অর্থনীতিতে সম্পদ হলো সেসব জিনিস বা দ্রব্য যেগুলো পেতে অর্থ ব্যয় করতে হয়। তবে অর্থনীতিতে কোনো জিনিসকে সম্পদ হতে হলে এর চারটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

১. **উপযোগ :** উপযোগ বলতে বোঝায় কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব মেটানোর ৰমতা। কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে সেই দ্রব্যের উপযোগ সৃষ্টির ক্ষমতা থাকতে হবে।

২. **অপ্রাচুর্যতা :** কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে তার পরিমাণ ও যোগান সীমিত থাকবে। যেমন– জমি, গ্যাস, যন্ত্রপাতি এগুলো চাইলেই প্রচুর পাওয়া সম্ভব নয়।

৩. **হস্তান্তরযোগ্য :** হস্তান্তরযোগ্য বলতে বোঝায় হাত বদল হওয়া। অর্থাৎ যে দ্রব্যের মালিকানা বদল বা পরিবর্তন করা যায় তাই হলো সম্পদ। যেমন– টিভির মালিকানা বদল করা যায় বলে টিভি সম্পদ।

৪. **বাহ্যিকতা :** যেসব দ্রব্য মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণ বোঝায় তা অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ নয়। যেমন– কোনো ব্যক্তির কম্পিউটারের ওপর বিশেষ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান কিংবা কারো চারিত্রিক গুণাবলিকে সম্পদ বলা যাবে না।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ সম্পদের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।

উত্তর : উৎপত্তির দিক থেকে সম্পদ তিন প্রকার। যথা :

১. **প্রাকৃতিক সম্পদ :** প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া যেসব দ্রব্য মানুষের প্রয়োজন মেটায় তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে।

২. **মানবিক সম্পদ :** মানুষের বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতা ও দৰতাকে মানবিক সম্পদ বলা হয়।

৩. **উৎপাদিত সম্পদ :** প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তাকে উৎপাদিত সম্পদ বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ দ্রব্য কী?

উত্তর : দ্রব্য বলতে আমরা সাধারণত শুধু বস্তুগত সম্পদকে বুঝে থাকি। কিন্তু বাস্তবে এমন অনেক দ্রব্য আছে যেগুলো অবস্তুগত (যেমন : আলো, বাতাস ইত্যাদি) হলেও অর্থনীতিতে এগুলো দ্রব্য। অতএব, মানুষের অভাব মিটানোর ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তুগত ও অবস্তুগত সব জিনিসকে আমরা অর্থনৈতিক দ্রব্য বলে থাকি। অর্থাৎ যে জিনিসের উপযোগ আছে অর্থনীতিতে তাই দ্রব্য।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ দ্রব্যের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।

উত্তর : দ্রব্যের শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূ প :

অবাধলভ্য দ্রব্য : যেসব দ্রব্য বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলে। এর যোগান থাকে সীমাহীন। যেমন : আলো, বাতাস, নদীর পানি ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক দ্রব্য : যেসব দ্রব্য পাওয়ার জন্য মানুষকে মূল্য প্রদান করতে হয় তাকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলা হয়। যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, বই ইত্যাদি।

ভোগ্যদ্রব্য : ভোগ বা ব্যবহারের মাধ্যমে যেসব দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করা হয় তাদেরকে ভোগ্য দ্রব্য বলে। যেমন– গাড়ি, বস্ত্র ইত্যাদি।

স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য : যেসব ভোগ্যদ্রব্য দীর্ঘকাল ধরে ভোগ করা যায় তাকে স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য বলে। যেমন– ফ্রিজ, গাড়ি, ঘরবাড়ি, জমি, খেলার মাঠ ইত্যাদি।

অস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য : যেসমস্ত ভোগ্যদ্রব্য স্বল্পকালে ভোগ করা যায় এবং কোনো ক্ষেত্রে একবার মাত্র ভোগ করা যায় তাকে অস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য বলে। যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, অলংকার, তরিতরকারি ইত্যাদি।

মধ্যবর্তী দ্রব্য : যেসব উৎপাদিত দ্রব্য সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না করে উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাকে মধ্যবর্তী দ্রব্য বলে। যেমন– কাঁচামাল, রসগোল্লা তৈরির জন্য ব্যবহৃত দুধ ও চিনি মধ্যবর্তী দ্রব্য।

চূড়ান্ত দ্রব্য : যেসব দ্রব্য উৎপাদনের পর সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে চূড়ান্ত দ্রব্য বলা হয়। যেমন– পাউরৰটি, চেয়ার ইত্যাদি।

মূলধনী দ্রব্য : যেসব উৎপাদিত দ্রব্য অন্য দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে তাকে মূলধনী দ্রব্য বলে। যেমন– যন্ত্রপাতি, কারখানা, গুদামঘর ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ সুযোগ ব্যয় কী?

উত্তর : অর্থনীতিতে বহুল ব্যবহৃত একটি ধারণা হলো 'সুযোগ ব্যয়'। কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করতে হয়– এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো অন্য দ্রব্যটির 'সুযোগ ব্যয়' (Opportunity Cost)। যেমন : একজন কৃষক এক বিঘা জমিতে বিশ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করতে পারেন। আবার ঐ জমিতে ধান চাষ না করে যদি পাট চাষ করা যায় তাহলে দশ কুইন্টাল পাট উৎপাদন হয়। এক্ষেত্রে বিশ কুইন্টাল ধানের সুযোগ ব্যয় হলো দশ কুইন্টাল পাট।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ আয়ের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : উৎপাদনের কোনো উপকরণ ব্যবহারের জন্য উপকরণটি বা এটির মালিক একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে অর্থ পায় তাকে আয় বলে। শ্রমের জন্য প্রাপ্ত আয়কে মজুরি বলে।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ সঞ্চয় কী?

উত্তর : মানুষ আয় করে ভোগ করার জন্য। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে অর্জিত আয়ের পুরোটাই মানুষ ভোগ করে না। আয়ের একটি অংশ রেখে দেয় কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। এই রেখে দেওয়া অংশের নাম সঞ্চয়। মনে কর, তোমার বাবা এক মাসে দশ হাজার টাকা বেতন পান। নয় হাজার টাকা পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। আর এক হাজার টাকা কোথাও জমা করেন। এই জমাকৃত এক হাজার টাকা হলো সঞ্চয়। তাই বলা যায়, আয় হলো দ্রব্য বা সম্পদ হতে সৃষ্ট তৃপ্তি প্রবাহ।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ বিনিয়োগ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : মানুষ আয় থেকে সঞ্চয় করে থাকে। সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলে। মনে কর, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি কারখানায় এক লক্ষ টাকার মূলধন সামগ্রী আছে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা ঐ কারখানায় ব্যবহৃত হলো। অতিরিক্ত এ পঞ্চাশ হাজার টাকা হলো বিনিয়োগ। বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ অর্থনৈতিক কার্যাবলি কী?

উত্তর : মানুষ জীবিকা সংগ্রহের জন্য যে কার্য করে থাকে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলা হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবনধারণের জন্য তা ব্যয় করে। যেমন : শ্রমিকরা কলকারখানায় কাজ করে, কৃষক জমিতে কাজ করে, ডাক্তার রোগীদের চিকিৎসা দান করে, শিল্পপতিরা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে– এগুলো হলো অর্থনৈতিক কাজ। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা হলো দ্রব্যসামগ্রীর অভাব পূরণ করা।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ অ–অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : যেসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না এবং তা জীবনধারণের জন্য ব্যয় করা যায় না তাকে অ–অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলা হয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড মানুষের অভাব পূরণ করলেও অর্থ উপার্জনে ভূমিকা রাখতে পারে না। যেমন– পিতামাতার সন্তান লালন–পালন, শখের বশে খেলাধুলা করা, ধার্মিক লোকের ধর্মচর্চা ইত্যাদি অ–অর্থনৈতিক কাজের উদাহরণ। এছাড়া যেসব কাজে সমাজে বিরূ প ফল বা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেসব কাজ অ–অর্থনৈতিক কাজ। যেমন– চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, দুর্নীতি ইত্যাদি।

■ বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর : নিচে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো :

কৃষি সম্পদ : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের ৭৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্রে ধান, গম, ডাল, তৈলবীজ, আলু, ফলমূল প্রভৃতি খাদ্যশস্য এবং পাট, ইক্ষু, চা, তামাক, রেশম প্রভৃতি অর্থকরী ফসল উৎপন্ন হয়।

খনিজ সম্পদ : প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ। তাছাড়া আমাদের দেশে চুনাপাথর, চীনামাটি, কয়লা, কঠিন শিলা, সিলিকা বালু, গন্ধক, খনিজ তেল, তামা প্রভৃতি খনিজ সম্পদ রয়েছে। তবে বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয়।

বনজ সম্পদ : বাংলাদেশের মোট বনভূমির শতকরা ১৭ ভাগ বনভূমি রয়েছে। এদেশে সুন্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূখণ্ডের, মধুপুর ও ভাওয়াল বনভূমি, সিলেটের বনভূমি এবং দিনাজপুর ও রংপুরের বনভূমি বনজ সম্পদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাণিজ সম্পদ : আমাদের দেশে সর্বত্র বিভিন্ন প্রজাতির পশু–পাখি দেখা যায়। গৃহপালিত পশুপাখির মধ্যে গরু–ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস–মুরগি প্রভৃতি প্রধান। এছাড়া আমাদের বনাঞ্চলগুলোতে বাঘ, হাতি, হরিণ প্রভৃতি মূল্যবান জীবজন্তু ও অসংখ্য প্রজাতির পাখি রয়েছে।

শক্তি সম্পদ : আমাদের দেশের জন্য শক্তি সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কলকারখানা, যানবাহন, যান্ত্রিক চাষাবাদ, গৃহকর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে শক্তি সম্পদের ব্যবহার অপরিহার্য। এদেশে কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পানি, আণবিক শক্তি, সৌরশক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি সামগ্রী রয়েছে।

পানি সম্পদ : পানি একটি মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ যা প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। দেশের কৃষিজ, বনজ, প্রাণিজ ও শক্তি সম্পদের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ প্রয়োজন।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের বর্ণনা দাও।

উত্তর : বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। তবে এখানে এ পর্যন্ত যেসব খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

১. **প্রাকৃতিক গ্যাস :** প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ। এ পর্যন্ত দেশে ২৫টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে কেবল ১৯টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে। এ গ্যাস রাসায়নিক সার তৈরিতে কাঁচামালরূপে ব্যবহৃত হয়।

২. **চুনাপাথর :** সিমেন্ট, কাচ, কাগজ, সাবান, বিচিং পাউডার প্রভৃতি উৎপাদনে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়।

৩. **চীনামাটি :** বাসনপত্র, সেনিটারি দ্রব্য তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

৪. **কয়লা :** বাংলাদেশের সিলেট, রাজশাহী, জয়পুরহাট, ফরিদপুর ও দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়ায় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। সম্প্রতি দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়ায় কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে।

৫. **কঠিন শিলা :** দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া এবং রংপুর জেলার রাণীপুকুরে কঠিন শিলার মজুদ রয়েছে। রাস্তা, রেলপথ, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কাজে এ শিলা দরকার হয়।

৬. **সিলিকা বালু :** সিলিকা বালু, কাচ, রং, রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

৭. **গন্ধক :** বারুদ তৈরি, দিয়াশলাই কারখানা, তেল পরিশোধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গন্ধক লাগে।

৮. **খনিজ তেল :** সিলেটের হরিপুরে খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে।

৯. **তামা :** রংপুর জেলার রাণীপুকুর ও পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার স্তরে সামান্য তামার সন্ধান পাওয়া গেছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও তার, মুদ্রা প্রভৃতি তৈরির জন্য তামা ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচন ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সুযোগ ব্যয় : কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করতে হয়– এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো অন্য দ্রব্যটির 'সুযোগ ব্যয়' (Opportunity Cost)। সুযোগ ব্যয়ের ধারণাটি একটি চিত্রের মাধ্যমে আরো ভালোভাবে দেখানো যায়–

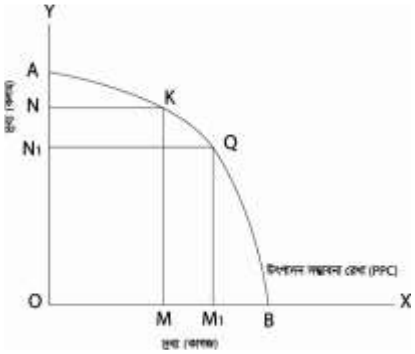

সুযোগ ব্যয়

চিত্রে OX অক্ষে কাগজ এবং OY অক্ষে কলম দেখানো হয়েছে। আমার সমস্ত সম্পদ যদি কলম উৎপাদনের জন্য ব্যয় করি তবে OA পরিমাণ কলম উৎপাদন করতে পারব। আবার যদি শুধু কাগজ পেতে চাই তবে OB পরিমাণ কাগজ উৎপাদন করতে পারব। A ও B বিন্দু সংযোগকারী AB রেখাটি হলো উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বা PPC (Production Posibility Curve)। আমি চাইলে দুটি দ্রব্যই পেতে পারি। আমার পুরো সম্পদ ব্যয় করে আমি ON পরিমাণ কলম এবং OM পরিমাণ কাগজ উৎপাদন করতে পারব। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার K বিন্দু এই অবস্থা দেখায়। এখন যদি আমি MM_1 পরিমাণ কাগজ বেশি উৎপাদন করতে চাই তাহলে আমাকে NN_1 পরিমাণ কলমের উৎপাদন ত্যাগ করতে হবে। Q বিন্দু এই অবস্থা দেখায়। এখানে NN_1 পরিমাণ কলম হলো MM_1 পরিমাণ অতিরিক্ত কাগজের সুযোগ ব্যয়।

নির্বাচন : আমাদের বাঁচার জন্য অনেক দ্রব্যের প্রয়োজন। যেমন : একজন কৃষক তার জমির সম্পূর্ণটিতে আলু অথবা পেঁয়াজ চাষ করতে পারেন। এছাড়াও কিছু অংশে আলু এবং কিছু অংশে পেঁয়াজ চাষ করতে পারেন। এখন তিনি জমিটিতে ফসল উৎপাদনের জন্য সুযোগ ব্যয় রেখার এমন একটি বিন্দু (K অথবা Q) নির্বাচন করতে পারেন। ফসল উৎপাদনের জন্য তার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াই নির্বাচন। শুধু ব্যক্তির জন্য নয় আমাদের সমাজেও এমন একটি অবস্থা নির্বাচন করে নিতে হয়। যেখানে সীমিত সম্পদের অপচয় না করে সমাজের সর্বোচ্চ উপকার সাধিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলো ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অত্যন্ত বিচিত্র ধরনের। অতি প্রাচীনকাল থেকে বিচিত্র এ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এ দেশের মানুষ সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলো নিচে ব্যাখ্যা করা হলো :

কৃষি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলি : বাংলাদেশের মানুষের কর্মসংস্থানের দিক থেকে কৃষিই এখন বড় খাত হিসেবে পরিচিত। এদেশের শ্রমশক্তির শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ শ্রমিক এ খাতে নিয়োজিত। জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ ভাগ মানুষ কৃষির ওপর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে

জড়িত। জমিচাষ, বীজ বপন, পানি সেচ, সার দেয়া, কীটনাশক ওষুধ ছিটানো, ফসল কাটা, ফসল বিক্রয়, পশু পালন, মাছ চাষ, মাছ ধরা, মাছ বিক্রয়, হাঁস–মুরগি প্রতিপালন, বিভিন্ন রকম তরিতরকারি ও ফলমূল উৎপাদন ও বিক্রয়ের মতো কাজগুলো কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত।

কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ : কৃষিকাজ ছাড়াও এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলো হলো : পোশাক শিল্পের কাজ, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কাজ, বড় বড় শিল্প ও কল–কারখানার কাজ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন চাকরি, রাস্তাঘাট ও রেললাইন নির্মাণ, যানবাহন চালনা, ছোট বড় ব্যবসায়–বাণিজ্য ইত্যাদি কাজ। এছাড়া এদেশের অনেক মানুষ খেলনা, পুতুল ও মিষ্টি তৈরি, দর্জি, কামার, স্বর্ণকার, চর্মকার, তাঁতি, কাঠুরিয়া, ফেরিওয়ালা, বিড়ি তৈরির কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। অনেকে গ্রাম্য ডাক্তার, কবিরাজী, ঝাড়ফুঁক, বন্যপ্রাণীর খেলা দেখানো, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি কাজের মাধ্যমেও জীবিকা নির্বাহ করে।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– বোর্ড ও সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. বাংলাদেশের কয়টি ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হয়? [স. বো. '১৬]
ক ১৩ খ ১৮ ● ১৯ ঘ ২৩

২. অর্থনৈতিক কাজ কোনটি? [স. বো. '১৬]
ক ভিক্ষার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন ● শ্রমিকের কারখানার কাজ
গ সন্তানের পরিচর্যা ঘ শখ করে বাগান করা

৩. জাতীয় আয়ের কত ভাগ কৃষি থেকে আসে? [স. বো. '১৬]
● ১৩% খ ১৭% গ ২১% ঘ ২৫%

৪. সুন্দরবনের আয়তন কত? [স. বো. '১৬]
ক প্রায় ৫,০১৭ বর্গ কি.মি. ● প্রায় ৬,০১৭ বর্গ কি.মি.
গ প্রায় ৭,০১৭ বর্গ কি.মি. ঘ প্রায় ৮,০১৭ বর্গ কি.মি.

৫. কোন দ্বীপে গন্ধক পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে? [স. বো. '১৬]
ক সেন্টমার্টিন দ্বীপ খ নিঝুম দ্বীপ
● কুতুবদিয়া দ্বীপ ঘ মনপুরা দ্বীপ

৬. সরকার ও জনগণের মালিকানাধীন সম্পদকে কী বলে? [স. বো. '১৫]
ক ব্যক্তিগত ● জাতীয় গ সমষ্টিগত ঘ আন্তর্জাতিক

৭. শারীরিক যোগ্যতা কোন ধরনের সম্পদ? [স. বো. '১৫]
ক ব্যক্তিগত খ প্রাকৃতিক গ সমষ্টিগত ● মানবিক

৮. সিলেটের বনভূমির আয়তন কত? [স. বো. '১৫]
ক ৮৪০ বর্গ কি.মি. খ ৯৪০ বর্গ কি.মি.
● ১০৪০ বর্গ কি.মি. ঘ ১১৪০ বর্গ কি.মি.

৯. কোনটি বস্তুগত সম্পদ? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক সুনাম ● টিভি
গ সততা ঘ আসবাবপত্র

১০. কোনটি অবস্তুগত সম্পদ? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
● ডাক্তারের সেবা খ টিভি
গ বাড়ি ঘ কলম

১১. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার প্রতিভার প্রমাণ করেন গীতাঞ্জলি কাব্য রচনার মাধ্যমে। এরপর তার সুনাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এখানে সম্পদ কোনটি? [গণবিদ্যা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ]
ক প্রতিভা ● গীতাঞ্জলি
গ সুনাম ঘ তাঁর নাম

১২. উৎপত্তির ভিত্তিতে সম্পদকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? [সরকারি হরিচন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝালকাঠি]
ক ২ ● ৩ গ ৪ ঘ ৫

১৩. কোনটি প্রাকৃতিক সম্পদ? [হলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
● খনিজ সম্পদ খ মানুষের শরীর
গ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঘ সেচ ব্যবস্থা

১৪. প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে কোন সম্পদ সৃষ্টি করা যায়? [মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]
ক প্রাকৃতিক সম্পদ খ জাতীয় সম্পদ
● উৎপাদিত সম্পদ ঘ ব্যক্তিগত সম্পদ

১৫. কোনটি উৎপাদিত সম্পদ? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
● যোগাযোগ ব্যবস্থা খ নদনদী
গ ভূমি ঘ আবহাওয়া

১৬. কোনটি মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ? [পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; স্বরূপ পকাঠি কলেজিয়েট একাডেমি]
ক বনভূমি ● স্বাস্থ্যকেন্দ্র
গ খনিজ সম্পদ ঘ সংগঠন ক্ষমতা

১৭. বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কী? [হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা]
ক কয়লা খ খনিজ তেল
● প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ চুনাপাথর

১৮. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কয়টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে? [বরিশাল জিলা স্কুল]
ক ২০ খ ২১ গ ২২ ● ২৫

১৯. বাংলাদেশের ২৫টি গ্যাস ক্ষেত্রে গ্যাস মজুদের পরিমাণ কত? [কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
● ১৬ বিলিয়ন ঘনফুট খ ২০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট
গ ২২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট ঘ ২৫ বিলিয়ন ঘনফুট

২০. কোন শিল্পে প্রাকৃতিক গ্যাস কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়? [শিশুকুঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজ, ঝিনাইদহ; বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল, সিলেট]
● রাসায়নিক সার খ প্লাস্টিক
গ সিমেন্ট ঘ দিয়াশলাই

২১. কাগজ উৎপাদনে কী ব্যবহৃত হয়? [দিনাজপুর সেন্ট ফিলিপস স্কুল]
ক চীনামাটি খ কঠিন শিলা গ গন্ধক ● চুনাপাথর

২২. বাংলাদেশের কোন জেলায় চুনাপাথরের মজুদ রয়েছে? [বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
● জয়পুরহাট খ ফেনী গ নেত্রকোনা ঘ খুলনা

২৩. বাংলাদেশে চুনাপাথর কোথায় মজুদ রয়েছে? [বি কে জি সি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]
ক মধ্যপাড়ায় খ বিজয়পুরে
গ বড় পুকুরিয়ায় ● সেন্টমার্টিন দ্বীপে

২৪. পত্নীতলায় কোন খনিজ দ্রব্য মজুদ রয়েছে? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক চুনাপাথর ● চীনামাটি গ গন্ধক ঘ সিলিকা বালু

২৫. বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি কোন জেলায় অবস্থিত? [কুমিলরা জিলা স্কুল]
ক গাইবান্ধা খ লালমনিরহাট
● দিনাজপুর ঘ জয়পুরহাট

২৬. সম্প্রতি কোন অঞ্চলে কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে? [হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা]
● দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় খ সিলেটের হরিপুরে
গ চট্টগ্রামের সেন্টমার্টিনে ঘ দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায়

২৭. গন্ধক ব্যবহৃত হয় কোনটিতে? [গণ বিদ্যানিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়]
● দিয়াশলাইয়ে খ কয়লায় গ তামায় ঘ চুনাপাথরে

২৮. সম্প্রতি কোথায় খনিজ তেল পাওয়া গেছে? [বি কে জি সি সরকারি বালিক উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]
● সিলেটের হরিপুরে খ শাহজিবাজারে
গ তামাবিল ঘ কুতুবদিয়া দ্বীপে

২৯. প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত অবস্থা ভালো রাখার জন্য দেশের ভূখণ্ডের কমপক্ষে শতকরা কত ভাগ বনাঞ্চল থাকা দরকার?
[কামরবন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
ক ১৭ খ ২১ গ ২২ ● ২৫

৩০. জাপানে বনভূমির পরিমাণ মোট ভূখণ্ডের কত ভাগ?
[সাতবীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ২৫% খ ৩৫% গ ৩৪% ● ৬৩%

৩১. জাপান ও বার্মার কোন অবস্থা ভালো থাকার সম্ভাবনা রয়েছে?
[সেন্ট ফ্রান্সিস হাইস্কুল, ঢাকা]
ক সামাজিক খ ধর্মীয়
● প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত ঘ ভৌগোলিক

৩২. নিচের কোনটি সুন্দরবনে পাওয়া যায়? [হলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
ক গর্জন খ গামারি ● গরান ঘ সেগুন

৩৩. 'বাইন' কোন বনভূমির বৃক্ষ? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
● সুন্দরবন খ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি
গ সিলেটের বনভূমি ঘ বরেন্দ্র বনভূমি

৩৪. বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমির আয়তন কত?
[গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ১৪,৩৩৩ বর্গকিলোমিটার ● ১৫,৩৩৩ বর্গকিলোমিটার
গ ১৬,৩৩৩ বর্গকিলোমিটার ঘ ১৭,৩৩৩ বর্গকিলোমিটার

৩৫. নিচের কোন উৎস থেকে বাংলাদেশে এখনো শক্তির উৎপাদন শুরু করা সম্ভব হয়নি? [নড়াইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক কয়লা খ খনিজ তেল গ পানি ● আণবিক শক্তি

৩৬. বাংলাদেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত? [দি বাডস রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল]
ক মেঘনা খ নাফ ● কর্ণফুলি ঘ সাঙ্গু

৩৭. গ্যাস, তেল ও কয়লার সাহায্যে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাকে কী বলে?
[ভিকারুননি নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক পানি বিদ্যুৎ ● তাপ বিদ্যুৎ গ চল বিদ্যুৎ ঘ স্থির বিদ্যুৎ

৩৮. বাংলাদেশের কোন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে খনিজ তেল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়? [বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল, সিলেট]
ক সিদ্ধিরগঞ্জ তাপবিদ্যুৎ খ ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ
গ চট্টগ্রাম তাপবিদ্যুৎ ● ভেড়ামারা তাপবিদ্যুৎ

৩৯. বাংলাদেশের কোন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে খনিজ তেল ব্যবহৃত হয়?
[হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা]
● ঠাকুরগাঁও তাপবিদ্যুৎ খ ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ
গ চট্টগ্রাম তাপ বিদ্যুৎ ঘ শাহজীবাজার তাপবিদ্যুৎ

৪০. বাংলাদেশে গ্যাসচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র কয়টি? [বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]
ক ৮ খ ১০ গ ৭ ● ৫

৪১. আশুগঞ্জ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? [পঞ্চগড় বিপি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক কুষ্টিয়া ● ব্রাহ্মণবাড়িয়া গ সিলেট ঘ নরসিংদী

৪২. আধুনিক বিশ্ব কোন শক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে?
[সেন্ট যোসেফস হাইস্কুল, খুলনা]
ক প্রাকৃতিক গ্যাস খ সৌরতাপ
গ জৈব গ্যাস ● আণবিক

৪৩. বাংলাদেশে পানির উৎস প্রধানত কতটি?
[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]
ক ২ ● ৩ গ ৪ ঘ ৫

৪৪. সমষ্টিগত সম্পদ কোনটি? [গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়]
ক পানি সম্পদ খ সাগর ● হাসপাতাল ঘ ঘরবাড়ি

৪৫. মানুষের অভাব মিটানোর ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তুগত ও অবস্তুগত সব জিনিসকে আমরা কী বলে থাকি?
[কাদিরাবাদ কান্দির পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, নাটোর]
● অর্থনৈতিক দ্রব্য খ অভিজাত দ্রব্য
গ মূলধনী দ্রব্য ঘ মধ্যবর্তী দ্রব্য

৪৬. যেসব দ্রব্য বিনা পরিশ্রমে এবং বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাকে কী বলে?
[বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
● অবাধলভ্য দ্রব্য খ স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য
গ অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য ঘ অর্থনৈতিক দ্রব্য

৪৭. কোনটি অর্থনৈতিক দ্রব্য? [হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা]
● টেবিল খ আলো গ বাতাস ঘ সুনাম

৪৮. নিচের কোনটি অস্থায়ী দ্রব্য? [হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা]
ক জমি খ বাড়ি গ বাতাস ● খাদ্য

৪৯. নিচের কোনটি মধ্যবর্তী দ্রব্য? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক গম ● রসগোল্লা তৈরির জন্য দুধ চিনি
গ রবটি ঘ ভাত

৫০. রসগোল্লা তৈরিতে দুধ ও চিনি ব্যবহার করা হয়। এখানে দুধ ও চিনি কোন দ্রব্যের উদাহরণ? [পঞ্চগড় বিপি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক মূলধনী খ স্থায়ী ভোগ্য গ অবাধলভ্য ● মধ্যবর্তী

৫১. চেয়ার কোন জাতীয় দ্রব্য? [বগুড়া জিলা স্কুল]
ক অস্থায়ী ● চূড়ান্ত গ স্থায়ী ঘ অবাধলভ্য

৫২. ভোগ ব্যয়ের পরে আয়ের যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাকে কী বলে?
[পাবনা সরকারি বালিক উচ্চ বিদ্যালয়]
● সঞ্চয় খ বিনিয়োগ গ মজুদ ঘ মূলধন

৫৩. আয় ও ভোগ ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যকে কী বলে?
[বি কে জি সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]
ক বিনিয়োগ খ মূলধন ● সঞ্চয় ঘ সুদ

৫৪. বিনিয়োগের ভিত্তি কী? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক আয় ● সঞ্চয় গ মূলধন ঘ ব্যয়

৫৫. সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে কী বলে? [বি কে জি সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]
ক মূলধন খ সঞ্চয় ● বিনিয়োগ ঘ আয়

৫৬. কীসের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
● বিনিয়োগ খ মূলধন গ সঞ্চয় ঘ মুনাফা

৫৭. সজীব একজন কৃষক। তার কোন কাজটি অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে গণ্য হবে?
[ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; নীলফামারী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক অফিসে যাতায়াত করা খ পরের ক্ষেতের ধান কেটে আনা
● ধান চাষ করা ঘ ক্ষেতে কাজ না করে বিশ্রাম করা

৫৮. কোনটি কৃষিবহির্ভূত কাজ? [পঞ্চগড় সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● মাটির পুতুল তৈরি খ ফলমূল উৎপাদন
গ সার ছিটানো ঘ মাছ ধরা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৯. অবাধলভ্য দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য হলো– [ঝালকাঠি সরকারি হরচন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. যোগান সীমাহীন
ii. প্রকৃতিতে অবাধে পাওয়া যায়
iii. অর্থব্যয় করার প্রয়োজন হয় না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬০. মধ্যবর্তী দ্রব্য হলো– [কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল, ঢাকা]
i. দুধ ও চিনি
ii. ভাত ও রবটি
iii. আটা ও ময়দা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬১. বাংলাদেশে কয়লা পাওয়া যায়– [বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]
i. জয়পুরহাটে
ii. রংপুরে
iii. দিনাজপুর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬২. খনিজ তেল পাওয়া যায়– [বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
i. বাখরাবাদ
ii. হরিপুর
iii. জয়পুরহাট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ iii ঘ i, ii ও iii

৬৩. বাংলাদেশের বনভূমিকে ভাগ করা হয়– [বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা; পাবলিক কলেজ, ঢাকা;মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল; স্বরূ পকাঠি কলেজিয়েট একাডেমি]

i. চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি
ii. সিলেটের বনভূমি
iii. রাজশাহীর বনভূমি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৬৪. সুন্দরবনে পাওয়া যায়– [বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল, সিলেট]
i. রয়েল বেঙ্গল টাইগার
ii. মধু ও গোলপাতা
iii. সেগুন, গর্জন ও গামারি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৬৫. যে সম্পদের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য পানির প্রয়োজন– [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
i. বনজ সম্পদ
ii. কৃষি সম্পদ
iii. প্রাণিজ ও শক্তি সম্পদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৬. অর্থনৈতিক কাজ হলো– [আলহেরা একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ, পাবনা]
i. শখের বশে খেলাধুলা করা
ii. কৃষকের জমিতে কাজ করা
iii. শ্রমিকের কলকারখানায় কাজ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৭ ও ৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাংলাদেশের মানুষজন কেন সৌদি আরবে কাজ করতে যায়? এ প্রশ্নটি রাইমা তার বাবাকে করেছিল। বাবা উত্তরে বলেছিলেন, ওখানে প্রচুর খনিজ তেল আছে বিধায় ঐ দেশটি ধনী। বাবা আরও বলেন, তবে আমাদেরও তেল ছাড়া এ ধরনের আরও অনেক সম্পদ রয়েছে।

৬৭. সৌদি আরবের সম্পদটি কোন ধরনের সম্পদ? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
ⓚ কৃত্রিম ● প্রাকৃতিক
ⓖ রাসায়নিক ⓘ তেজস্ক্রিয়

৬৮. এ ধরনের সম্পদ পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করলে দেশের–
i. আন্তর্জাতিক উন্নয়ন হবে
ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে
iii. সামাজিক উন্নয়ন হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৯ ও ৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জালাল মিয়া একজন কৃষক। তার জমির পরিমাণ পাঁচ বিঘা। এই জমিতে সে ধান উৎপাদন করে। কিন্তু গত তিন বছর ধরে পাটের দাম বেশি হওয়ায় সে ঐ জমিতে ধান উৎপাদন না করে পাট উৎপাদন করে।

৬৯. অনুচ্ছেদে কোন ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে? [প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ রেসি. মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মুন্সীগঞ্জ]
● সুযোগ ব্যয় ⓚ শ্রম বিভাগ
ⓖ উৎপাদন ⓘ মুনাফা

৭০. এই ধারণাটি হলো–
i. প্রকৃত হিসাব
ii. আপেক্ষিক হিসাব
iii. মানসিক হিসাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ ২.১ : অর্থনৈতিক সম্পদ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৩

At a Glance

- অর্থনীতিতে সম্পদের বৈশিষ্ট্য– ৪টি।
- উপযোগ বলতে বোঝায়– অভাব পূরণের ক্ষমতাকে।
- উৎপত্তির দিক হতে সম্পদের শ্রেণিবিভাগ– ৩টি।
- মানবীয় যোগ্যতা ও দক্ষতাকে বলা হয়– মানবিক সম্পদ।
- উৎপাদিত সম্পদের উদাহরণ– কাঁচামাল ও কলকারখানা।
- একজন কবির সৃষ্টিশীল ক্ষমতা হলো– মানবিক সম্পদ।
- বাংলাদেশ একটি– কৃষিপ্রধান দেশ।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন– বনাঞ্চল।
- একটি দেশের মোট ভূখণ্ডে বনাঞ্চল থাকা দরকার– ২৫ ভাগ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭১. অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্যকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার জন্য কয়টি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক? (জ্ঞান)
ⓚ ৫ ● ৪ ⓖ ৩ ⓘ ২

৭২. কোনো দ্রব্যের অভাব মোচনের ক্ষমতাকে কী বলে? (জ্ঞান)
● উপযোগ ⓚ চাহিদা ⓖ ভোগ ⓘ উৎপাদন

৭৩. উপযোগহীন দ্রব্যের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? (অনুধাবন)
ⓚ বাজারে চাহিদা বেশি ⓚ মানুষ কম দামে কিনে
ⓖ বাজারে চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম ● মানুষ অর্থ দিয়ে কিনে না

৭৪. অপ্রাচুর্যতা কথাটির অর্থ কী? (অনুধাবন)
ⓚ যোগানের তুলনায় চাহিদা সীমাবদ্ধ ● চাহিদার তুলনায় যোগান সীমাবদ্ধ
ⓖ সম্পদের পরিমাণ অসীম ⓘ সম্পদের পরিমাণ সসীম

৭৫. আলো, বাতাস সম্পদ হওয়ার অযোগ্য কেন? (অনুধাবন)
ⓚ চাহিদার তুলনায় যোগান পর্যাপ্ত ⓚ চাহিদা ও যোগান অপর্যাপ্ত
● চাহিদার তুলনায় যোগান সীমাবদ্ধ নয় ⓘ যোগানের তুলনায় চাহিদা পর্যাপ্ত

৭৬. যেসব দ্রব্যের মালিকানা বদল বা পরিবর্তন করা যায় তাকে কী বলে? (অনুধাবন)
ⓚ উপযোগ ● সম্পদ ⓖ চাহিদা ⓘ দ্রব্য

৭৭. কবি ফেরদৌসী তাঁর কাব্য প্রতিভার দ্বারা বিখ্যাত কাব্য 'শাহনামা' রচনা করেন। কবির কাব্য প্রতিভা সম্পদ নয় কেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
● হস্তান্তরযোগ্যতার অভাবে ⓚ যোগানের অভাবে
ⓖ উপযোগের অভাবে ⓘ প্রাচুর্যতার অভাবে

৭৮. বাহ্যিকতা কীসের বৈশিষ্ট্য? (অনুধাবন)
● সম্পদের ⓚ উপযোগের ⓖ অভাবের ⓘ ব্যক্তির

৭৯. নিচের কোনটি সম্পদ বহির্ভূত? (অনুধাবন)
ⓚ যন্ত্রপাতি ⓚ খনিজ দ্রব্য
● শিক্ষকের দক্ষতা ⓘ কবির কাব্যগ্রন্থ

৮০. কোনটি প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত? (জ্ঞান)
ⓚ উদ্যোগ ⓚ প্রতিভা ⓖ দক্ষতা ● ভূমি

৮১. কোনটি প্রাকৃতিক সম্পদ? (জ্ঞান)
● বনভূমি ⓚ প্রতিজ্ঞা ⓖ উদ্যোগ ⓘ দক্ষতা

৮২. মানবিক সম্পদ কোনটি? (জ্ঞান)
● প্রতিভা ⓚ বনভূমি
ⓖ কলকারকানা ⓘ সেচ ব্যবস্থা

৮৩. নিচের কোনটি মানবিক সম্পদ? (জ্ঞান)
ⓚ নদনদী ● সাংগঠনিক ক্ষমতা
ⓖ ভূমি ⓘ খনিজ সম্পদ

৮৪. রসুলপুর গ্রামবাসী বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করল। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি কী জাতীয় সম্পদ? (প্রয়োগ)
ⓚ মানবিক ● উৎপাদিত ⓖ জাতীয় ⓘ ব্যক্তিগত

৮৫. বাংলাদেশে চাষযোগ্য কৃষিজমির পরিমাণ কত? (জ্ঞান)
● ২ কোটি ১৭ লাখ একর ⓚ ৪ কোটি ১৪ লাখ একর
ⓖ ৫ কোটি ১৭ লাখ একর ⓘ ৬ কোটি ১৭ লাখ একর

৮৬. কোনটি অর্থকরী ফসল? (জ্ঞান)
ⓚ তৈলবীজ ⓚ আলু ● চা ⓘ ধান

৮৭. কোনটি অর্থকরী ফসল? (জ্ঞান)

● রেশম ⓚ শাকসবজি ⓖ ফলমূল ⓘ গম

৮৮. বাংলাদেশের কত ভাগ লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল? (জ্ঞান)
ⓚ ৮০ ● ৭৫ ⓖ ৭২ ⓘ ৭০

৮৯. জাতীয় আয়ের কতভাগ কৃষি থেকে আসে? (জ্ঞান)
ⓚ ১০ ● ১৩ ⓖ ২২ ⓘ ২৩

৯০. ব্লিচিং পাউডার উৎপাদনে কোনটি ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ সিলিকা বালু ⓚ গন্ধক ● চুনাপাথর ⓘ তামা

৯১. সিমেন্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয় কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ চীনামাটি ● চুনাপাথর ⓖ লোহা ⓘ স্যানিটারি দ্রব্য

৯২. টেকেরহাট কোন জেলায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
ⓚ সিলেট ● সুনামগঞ্জ ⓖ বাগেরহাট ⓘ কুমিলরা

৯৩. বাংলাদেশের কোথায় চীনামাটির মজুদ রয়েছে? (জ্ঞান)
● বিজয়পুর ⓚ জয়পুর
ⓖ ফরিদপুর ⓘ রংপুর

৯৪. বাংলাদেশের কোন জেলায় চীনামাটির মজুদ রয়েছে? (জ্ঞান)
ⓚ রংপুর ⓚ কুড়িগ্রাম ● নওগাঁ ⓘ শরীয়তপুর

৯৫. বাসনপত্র তৈরিতে কোনটি ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ কয়লা ⓚ কঠিন শিলা ● চীনামাটি ⓘ চুনাপাথর

৯৬. বাংলাদেশের কোথায় কঠিন শিলা মজুদ রয়েছে? (জ্ঞান)
ⓚ ভাঙারহাট ● রাণীপুকুর ⓖ বিজয়পুর ⓘ বড় পুকুরিয়া

৯৭. রেলপথ নির্মাণে কোনটি ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ চুনাপাথর ⓚ নুড়িপাথর ⓖ আগ্নেয়শিলা ● কঠিন শিলা

৯৮. বাঁধ নির্মাণে ব্যবহার হয় কোনটি? (জ্ঞান)
● কঠিন শিলা ⓚ তামা ⓖ চীনামাটি ⓘ গন্ধক

৯৯. কোথায় সিলিকা বালু পাওয়া যায়? (জ্ঞান)
ⓚ দিনাজপুর ⓚ রংপুর ⓖ গাইবান্ধা ● জামালপুর

১০০. কাচ তৈরির প্রধান উপাদান কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ গন্ধক ⓚ তামা ⓖ কয়লা ● সিলিকা বালু

১০১. রং তৈরিতে কোনটি ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ কয়লা ● সিলিকা বালু ⓖ তামা ⓘ চুনাপাথর

১০২. চট্টগ্রামের কুতুবদিয়া দ্বীপে কী পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে? (জ্ঞান)
● গন্ধক ⓚ তামা ⓖ স্বর্ণ ⓘ কেরোসিন

১০৩. বারুদ তৈরিতে নিচের কোনটি প্রয়োজন? (জ্ঞান)
ⓚ তামা ● গন্ধক ⓖ সিলিকা বালু ⓘ খনিজ তেল

১০৪. জাহাঙ্গীর হোসেনের কারখানায় তেল পরিশোধন করা হবে। এজন্য তিনি নিচের কোনটি ব্যবহার করবেন? (প্রয়োগ)
● গন্ধক ⓚ সিলিকা বালু ⓖ খনিজ তেল ⓘ তামা

১০৫. বাংলাদেশের কোন জেলায় তামার সন্ধান পাওয়া যায়? (জ্ঞান)
● রংপুর ⓚ বগুড়া ⓖ রাজশাহী ⓘ নবাবগঞ্জ

১০৬. বাংলাদেশের কোথায় সামান্য তামার সন্ধান পাওয়া গেছে? (জ্ঞান)
ⓚ সিলেটের হরিপুরে ● মধ্যপাড়ায়
ⓖ তামাবিলে ⓘ কুতুবদিয়া

১০৭. বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও তার তৈরিতে ব্যবহৃত হয় কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ গন্ধক ● তামা ⓖ শিলা ⓘ খনিজ তেল

১০৮. 'ক' দেশের সরকার মুদ্রা তৈরির জন্য ব্যাংককে নির্দেশ দিল। এ কাজের জন্য ব্যাংক নিচের কোনটি ব্যবহার করবে? (প্রয়োগ)
● তামা ⓚ সিলিকা বালু ⓖ গন্ধক ⓘ খনিজ তেল

১০৯. বাংলাদেশের বনভূমি মোট ভূখণ্ডের শতকরা কত ভাগ? (জ্ঞান)
● প্রায় ১৭ ⓚ প্রায় ২৭ ⓖ প্রায় ৪০ ⓘ প্রায় ২৩

১১০. আমেরিকায় শতকরা কত ভাগ বনভূমি রয়েছে? (জ্ঞান)
ⓚ ৩০ ⓚ ৩১ ⓖ ৩২ ● ৩৪

১১১. বার্মায় শতকরা কত ভাগ বনভূমি রয়েছে? (জ্ঞান)
ⓚ ২২ ⓚ ৩৪ ⓖ ৬৩ ● ৬৭

১১২. ভারতের শতকরা কত ভাগ বনভূমি রয়েছে? (জ্ঞান)
ⓚ ২০ ⓚ ২১ ● ২২ ⓘ ২৩

১১৩. বাংলাদেশের সমগ্র বনভূমিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)
ⓚ তিন ⓚ চার ● পাঁচ ⓘ ছয়

১১৪. বাংলাদেশের তুলনায় আমেরিকার বনাঞ্চলের পরিমাণ কতগুণ বেশি? (অনুধাবন)
● দ্বিগুণ ⓚ তিনগুণ ⓖ চারগুণ ⓘ ছয়গুণ

১১৫. বাংলাদেশের কোন বনাঞ্চল সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত? (জ্ঞান)
ⓚ চট্টগ্রামের বনভূমি ⓚ বরেন্দ্র বনভূমি
ⓖ ভাওয়াল গড়ের বনভূমি ● সুন্দরবন

১১৬. সুন্দরবনের আয়তন কত? (জ্ঞান)
ⓚ ৫৭৭৪ বর্গকিলোমিটার ⓚ ৫৭৪৭ বর্গকিলোমিটার
● ৬০১৭ বর্গকিলোমিটার ⓘ ৬৭৭৪ বর্গকিলোমিটার

১১৭. কোন মূল্যবান গাছটি সুন্দরবনে পাওয়া যায়? (জ্ঞান)
● সুন্দরী ⓚ জারবল ⓖ গামারি ⓘ সেগুন

১১৮. নিচের কোন বৃক্ষটি সুন্দরবনে পাওয়া যায়? (জ্ঞান)
ⓚ গর্জন ● গেওয়া ⓖ গামারি ⓘ সেগুন

১১৯. কোনটি সুন্দরবনের বৃক্ষ? (জ্ঞান)
● কেওড়া ⓚ গামারি ⓖ সেগুন ⓘ জারুল

১২০. পার্বত্য চট্টগ্রাম বনভূমির গাছ কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ বাইন ⓚ গেওয়া ⓖ সুন্দরী ● গর্জন

১২১. মধুপুর ও ভাওয়াল বনভূমির আয়তন কত? (জ্ঞান)
ⓚ ১০৬০ বর্গকিলোমিটার ⓚ ১০৬০ বর্গকিলোমিটার
● ১০৬৪ বর্গকিলোমিটার ⓘ ১০৬৫ বর্গকিলোমিটার

১২২. মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমির বৃক্ষ কোনটি? (জ্ঞান)
● শাল ⓚ সুন্দরী ⓖ বাঁশ ⓘ গরান

১২৩. গজারি কোন বনভূমিতে জন্মে? (জ্ঞান)
ⓚ সুন্দরবন ● মধুপুর ও ভাওয়াল
ⓖ সিলেটের ⓘ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের

১২৪. সিলেটের বনভূমির আয়তন কত? (জ্ঞান)
● ১০৪০ বর্গকিলোমিটার ⓚ ১০৬৪ বর্গকিলোমিটার
ⓖ ১০৯০ বর্গকিলোমিটার ⓘ ২০০০ বর্গকিলোমিটার

১২৫. বনজাম কোন বনভূমির অন্তর্গত? (জ্ঞান)
ⓚ মধুপুরের ⓚ রংপুরের ● সিলেটের ⓘ চট্টগ্রামের

১২৬. দিনাজপুর ও রংপুরের বনভূমির আয়তন কত? (জ্ঞান)
ⓚ ২০ বর্গকিলোমিটার ● ৩৯ বর্গকিলোমিটার
ⓖ ৪৬ বর্গকিলোমিটার ⓘ ৫০ বর্গকিলোমিটার

১২৭. দিনাজপুর ও রংপুরের বনভূমির বৃক্ষ কোনটি? (জ্ঞান)
● গজারি ⓚ বনজাম ⓖ বাইন ⓘ গামারি

১২৮. কোথায় পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে? (জ্ঞান)
● হরিপুরে ⓚ পাবনায় ⓖ নাচোলে ⓘ নান্নেরচরে

১২৯. কোনটি বাংলাদেশ বিদেশ থেকে আমদানি করে? (অনুধাবন)
ⓚ প্রাকৃতিক গ্যাস ● পেট্রোলিয়াম
ⓖ কয়লা ⓘ সৌর শক্তি

১৩০. বাংলাদেশের একমাত্র পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
ⓚ খুলনার গোয়ালপাড়ায় ⓚ নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ
● পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাইয়ে ⓘ নরসিংদীর ঘোড়াশালে

১৩১. নদীর স্রোত থেকে দেশের কোন গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি উৎপন্ন হয়? (জ্ঞান)
ⓚ অটোমোবাইল শিল্প ⓚ শিল্পের কাঁচামাল
● বিদ্যুৎ ⓘ আলো

১৩২. গোয়ালপাড়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কোন জেলায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
● খুলনা ⓚ বরিশাল ⓖ ঢাকা ⓘ রাজশাহী

১৩৩. ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কোন জেলায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
ⓚ খুলনা ● কুষ্টিয়া ⓖ নীলফামারী ⓘ ব্রাহ্মণবাড়িয়া

১৩৪. সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কোন জেলায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
● নারায়ণগঞ্জ ⓚ নীলফামারী
ⓖ নরসিংদী ⓘ সিলেট

১৩৫. কোনটি গ্যাসচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র? (জ্ঞান)
● ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ ⓚ ভেড়ামারা তাপবিদ্যুৎ
ⓖ গোয়ালপাড়া তাপবিদ্যুৎ ⓘ ঠাকুরগাঁও তাপবিদ্যুৎ

১৩৬. বাংলাদেশের কোনটি গ্যাসচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র? (জ্ঞান)

ক গোয়ালপাড়া তাপবিদ্যুৎ ● শাহজীবাজার তাপবিদ্যুৎ
গ ভেড়ামারা তাপবিদ্যুৎ ঘ সৈয়দপুর তাপবিদ্যুৎ

১৩৭. বাংলাদেশে গ্যাস পরিচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদান কেন্দ্র কোনটি? (অনুধাবন)
ক গোয়ালপাড়া তাপবিদ্যুৎ ● চট্টগ্রাম তাপবিদ্যুৎ
গ ভেড়ামারা তাপবিদ্যুৎ ঘ সৈয়দপুর তাপবিদ্যুৎ

১৩৮. কুইক রেন্টাল সার্ভিসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কে? (জ্ঞান)
● বর্তমান সরকার খ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
গ যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ঘ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

১৩৯. নিচের কোনটি মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ? (জ্ঞান)
● পানি খ খনিজ তেল গ কয়লা ঘ প্রাকৃতিক গ্যাস

১৪০. প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য সম্পদ কোনটি? (জ্ঞান)
● পানি খ কৃষি গ খনিজ ঘ বনজ

১৪১. কোনটির যোগান কম বা বেশি হলে কৃষিকাজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়? (অনুধাবন)
ক ভূমি খ রাসায়নিক সার ● পানি ঘ ভূমির উর্বরতা

১৪২. কোনটি থেকে পানি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়? (জ্ঞান)
ক গ্যাস খ তেল ● নদীর স্রোত ঘ কয়লা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪৩. বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. পাট, ইক্ষু
ii. চা, রেশম
iii. গম, ডাল
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৪. বাংলাদেশের উৎপাদনরত গ্যাসক্ষেত্র হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. হবিগঞ্জ
ii. কৈলাসটিলা
iii. তিতাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪৫. সম্পদের বৈশিষ্ট্য হলো– (অনুধাবন)
i. উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা
ii. হস্তান্তরযোগ্যতা, বাহ্যিকতা
iii. ভোগ, তৃপ্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৬. নদীর পানি সম্পদ নয়, কারণ– (অনুধাবন)
i. চাহিদার তুলনায় অঢেল বলে
ii. বিনামূল্যে পাওয়া যায় বলে
iii. সব মানুষ ব্যবহার করে বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৭. দেশের যে সম্পদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পানি সম্পদ প্রয়োজন– (অনুধাবন)
i. কৃষিজ ও বনজ
ii. প্রাণিজ ও শক্তি
iii. খনিজ ও প্রযুক্তিগত
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৮. কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়– (অনুধাবন)
i. পানির যোগান কম হলে
ii. পানি মিষ্টি হলে
iii. পানির যোগান বেশি হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৯. বাংলাদেশে শক্তির যোগান বহুলাংশে আসে– (অনুধাবন)
i. প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে
ii. বিদ্যুৎ থেকে
iii. প্রচলিত উপকরণ থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৫০. প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়– (অনুধাবন)
i. বিদ্যুৎ উৎপাদনে
ii. কলকারখানায়
iii. গৃহকর্মে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৫১. যে ক্ষেত্রে শক্তি সম্পদের ব্যবহার অপরিহার্য– (অনুধাবন)
i. যানবাহন ও যোগাযোগ
ii. যান্ত্রিক চাষাবাদ
iii. গৃহকর্ম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৫২. শক্তির উৎস হলো– (অনুধাবন)
i. সূর্য
ii. খনিজ তেল
iii. কাঠের গুঁড়ি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৩. তামা যে কাজে ব্যবহৃত হয়– (অনুধাবন)
i. যন্ত্রপাতি
ii. তার
iii. দিয়াশলাই
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫৪ ও ১৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত অবস্থা ভালো রাখার জন্য দেশের ভূখণ্ডের কমপক্ষে ২৫% বনাঞ্চল থাকা দরকার। নিচে বিভিন্ন দেশের বনাঞ্চলের পরিমাণ সংক্রান্ত একটি সারণি দেয়া হলো :

বনাঞ্চলের পরিমাণ

বাংলাদেশ	১৭%
আমেরিকা	৩৪%
জাপান	৬৩%
মায়ানমার	৬৭%
ভারত	২২%

১৫৪. বাংলাদেশে প্রয়োজনের তুলনায় কত ভাগ বনাঞ্চল কম রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক ২০% খ ১৭% ● ৮% ঘ ৭%

১৫৫. বাংলাদেশের বনাঞ্চলের উক্ত অবস্থার ফলাফল– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে
ii. প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে
iii. পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫৬ ও ১৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাংলাদেশের সুন্দরবনে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে রয়েছে বাঘ, হাতি, হরিণ প্রভৃতি মূল্যবান জীবজন্তু ও অসংখ্য প্রজাতির পাখি। নদনদী, বিল, হাওর, পুকুর ইত্যাদি জলাশয় এবং বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন রকম মাছ পাওয়া যায়।

১৫৬. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত জীবজন্তু ও মাছ বাংলাদেশের কোন সম্পদের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)
ক শক্তি ● প্রাণিজ গ বনজ ঘ খনিজ

১৫৭. উক্ত সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. চামড়া শিল্পের কাঁচামালের যোগান দেয়
ii. রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে
iii. সব শিল্পের উপযুক্ত বাজার তৈরি করে
নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ ২.২ : দ্রব্য ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৭

At a Glance

- অভাব মেটানোর ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তুগত ও অবস্তুগত সব জিনিসকে আমরা বলি– অর্থনৈতিক দ্রব্য।
- যে জিনিসের উপযোগ আছে তাই– দ্রব্য।
- আলো, বাতাস, নদীর পানি ইত্যাদিকে বলা হয়– অবাধলভ্য দ্রব্য।
- অর্থনীতির ভাষায় দ্রব্যকে ভাগ করা যায়– ৮ ভাগে।
- যেসব দ্রব্য ভোগের জন্য ব্যবহার না করে উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে বলে– মধ্যবর্তী দ্রব্য।
- যেসব দ্রব্য সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয় তাদেরকে বলে– চূড়ান্ত দ্রব্য।
- যেসব উৎপাদিত পণ্য অন্য পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাকে বলে– মূলধনী দ্রব্য।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫৮. দ্রব্য বলতে সাধারণত কোনটিকে বোঝায়? (জ্ঞান)
● বস্তুগত সম্পদ ⓚ অবস্তুগত সম্পদ
ⓖ ভোগ্য সম্পদ ⓘ অর্থনৈতিক সম্পদ

১৫৯. মানুষের অভাব মিটাবার ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তুগত ও অবস্তুগত সব জিনিসকে আমরা কী বলে থাকি? (জ্ঞান)
ⓚ চাহিদা ⓚ উপযোগ ⓖ উৎপাদন ● অর্থনৈতিক দ্রব্য

১৬০. যে জিনিসের উপযোগ আছে অর্থনীতিতে তাকে কী বলে?
ⓚ সম্পদ ● দ্রব্য ⓖ শক্তি ⓘ মূল্য

১৬১. যেসব দ্রব্য বিনা পরিশ্রমে এবং বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাকে কী বলে? (প্রয়োগ)
ⓚ স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য ● অবাধলভ্য দ্রব্য
ⓖ বিলাসী দ্রব্য ⓘ মূলধন দ্রব্য

১৬২. কোনটি অবাধলভ্য দ্রব্য? (জ্ঞান)
ⓚ খাদ্য ⓚ বই ● আলো ⓘ চেয়ার

১৬৩. নিচের কোনটি অবাধলভ্য দ্রব্য? (জ্ঞান)
ⓚ বস্ত্র ● নদীর পানি ⓖ অলঙ্কার ⓘ তরিতরকারি

১৬৪. রঞ্জনা পাঁচ টাকা মূল্য প্রদান করে একটি কলম কিনল। এ কলমটিকে অর্থনীতির ভাষায় কোন ধরনের দ্রব্য বলা যায়? (প্রয়োগ)
ⓚ অবাধলভ্য দ্রব্য ● অর্থনৈতিক দ্রব্য
ⓖ স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য ⓘ অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য

১৬৫. নিচের কোনটি অর্থনৈতিক দ্রব্য? (জ্ঞান)
● খাদ্য ⓚ বাতাস ⓖ নদীর পানি ⓘ আলো

১৬৬. কোনটি অর্থনৈতিক দ্রব্য? (জ্ঞান)
ⓚ আলো ⓚ বাতাস ● বস্ত্র ⓘ নদীর পানি

১৬৭. 'কলম' কোন ধরনের দ্রব্য? (জ্ঞান)
ⓚ ভোগ্য ● অর্থনৈতিক ⓖ স্থায়ী ⓘ অবাধলভ্য

১৬৮. যে সমস্ত ভোগ্য দ্রব্য দীর্ঘকাল ধরে ভোগ করা যায় তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ⓚ অর্থনৈতিক দ্রব্য ⓚ অবাধলভ্য দ্রব্য
● স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য ⓘ অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য

১৬৯. নিচের কোনটি স্থায়ী দ্রব্য? (জ্ঞান)
● খেলার মাঠ ⓚ খাদ্য ⓖ বস্ত্র ⓘ কাঁচামাল

১৭০. শামীম বাজার থেকে একটি ফ্রিজ কিনে আনল। এ দ্রব্যটিকে অর্থনীতিতে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)
ⓚ অর্থনৈতিক দ্রব্য ⓚ অবাধলভ্য দ্রব্য
● স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য ⓘ অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য

১৭১. রববাইয়াকে তার বাবা একটি গাড়ি কিনে দিলেন। এটি কোন ধরনের দ্রব্যের পর্যায়ভুক্ত? (প্রয়োগ)
● স্থায়ী ভোগ্য ⓚ ভোগ্য ⓖ অস্থায়ী ভোগ্য ⓘ অবাধলভ্য

১৭২. যে সমস্ত ভোগ্য দ্রব্য স্বল্পকাল ভোগ করা যায় তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ⓚ অবাধলভ্য দ্রব্য ⓚ মূলধনী দ্রব্য
ⓖ মধ্যবর্তী দ্রব্য ● অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য

১৭৩. শিউলি তার মাকে একটি শাড়ি উপহার দিল। এ শাড়িটি অর্থনীতিতে কোন ধরনের দ্রব্যের পর্যায়ে পড়ে? (প্রয়োগ)
ⓚ অবাধলভ্য ⓚ মূলধনী ● অস্থায়ী ভোগ্য ⓘ মধ্যবর্তী

১৭৪. অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ ফ্রিজ ⓚ গাড়ি ⓖ জমি ● তরিতরকারি

১৭৫. যে সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না করে উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ⓚ অবাধলভ্য দ্রব্য ⓚ অর্থনৈতিক দ্রব্য
ⓖ স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য ● মধ্যবর্তী দ্রব্য

১৭৬. কোন ধরনের দ্রব্য চূড়ান্ত উৎপাদনে নিঃশেষ হয়ে যায়? (জ্ঞান)
● মধ্যবর্তী ⓚ অস্থায়ী ⓖ অবাধলভ্য ⓘ ভোগ্য

১৭৭. কাঁচামাল কোন ধরনের দ্রব্য? (অনুধাবন)
ⓚ মূলধনী ● মধ্যবর্তী ⓖ অবাধলভ্য ⓘ অস্থায়ী ভোগ্য

১৭৮. যেসব উৎপাদিত দ্রব্য, অন্য দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে তাকে কী বলে? (অনুধাবন)
ⓚ অর্থনৈতিক দ্রব্য ⓚ অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য
● মূলধনী দ্রব্য ⓘ মধ্যবর্তী দ্রব্য

১৭৯. যন্ত্রপাতি কোন ধরনের দ্রব্য? (জ্ঞান)
ⓚ মধ্যবর্তী ⓚ চূড়ান্ত ● মূলধনী ⓘ ভোগ্য

১৮০. 'কারখানা' কোন ধরনের দ্রব্য? (অনুধাবন)
ⓚ অবাধলভ্য ● মূলধনী ⓖ মধ্যবর্তী ⓘ অস্থায়ী ভোগ্য

১৮১. নাবিল সাহেব ধান রাখার জন্য একটি গুদামঘর তৈরি করলেন। এটি কোন ধরনের দ্রব্য? (প্রয়োগ)
ⓚ অস্থায়ী ⓚ ভোগ্য ⓖ স্থায়ী ● মূলধনী

১৮২. কোন ধরনের দ্রব্য বার বার উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ মধ্যবর্তী ⓚ অস্থায়ী ⓖ ভোগ্য ● মূলধনী

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮৩. 'বাতাস' অবাধলভ্য দ্রব্য হওয়ার কারণ– (অনুধাবন)
i. প্রকৃতিতে এটি অবাধে পাওয়া যায়
ii. এর যোগান থাকে সীমাহীন
iii. সব প্রাণীর বেঁচে থাকার উপকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৮৪. স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের পর্যায়ে পড়ে– (অনুধাবন)
i. খেলার মাঠ ii. ঘরবাড়ি
iii. অলঙ্কার
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৮৫. জয়িতার বাবা 'রসগোল্লা' কিনলেন। এটি তৈরির মধ্যবর্তী দ্রব্য– (প্রয়োগ)
i. পানি ii. দুধ
iii. চিনি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮৬ ও ১৮৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব আজাদের দুটি কারখানা আছে। একটিতে পোশাক উৎপাদিত হয়। অন্যটিতে টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এ কারখানা দুটির উৎপাদিত দ্রব্য গুণে মানে ভালো হওয়ায় সর্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

১৮৬. জনাব আজাদের কারখানা দুটি কোন ধরনের দ্রব্য? (প্রয়োগ)
ⓚ অবাধলভ্য ● মূলধনী ⓖ স্থায়ী ভোগ্য ⓘ অস্থায়ী ভোগ্য

১৮৭. জনাব আজাদের কারখানায় উৎপাদিত টিভি, ফ্রিজ স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য হওয়ার কারণ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দীর্ঘদিন ধরে ভোগ করা যায়
ii. উচ্চমূল্যে ক্রয় করতে হয়
iii. অবাধে পাওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ⓚ ii ⓖ i ও ii ⓘ i, ii ও iii

➲ ২.৩ : সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচন ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৮

At a Glance

- নির্বাচন সমস্যার সৃষ্টি হয়– সম্পদের স্বল্পতার কারণে।
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উৎপাদনের সিদ্ধান্তকে বলে– নির্বাচন।

- অর্থনীতিতে বহুল ব্যবহৃত একটি ধারণা– সুযোগ ব্যয়।
- কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্য একটি জিনিস যে পরিমাণ ছাড়তে হয় তাকে এই জিনিসটির– সুযোগ ব্যয় বলে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮৮. লোপা ১০ টাকা দিয়ে দুটি কলম কিনতে গিয়ে একটি কলম ও একটি চকোলেট কিনল। এখানে লোপার ত্যাগকৃত কলমটি কীসের সুযোগ ব্যয়? (প্রয়োগ)
ক কলমের ● চকোলেটের গ যাতায়াতের ঘ টাকার

১৮৯. একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অপর জিনিস ত্যাগ করতে হয়। এ ত্যাগকৃত পরিমাণকে অন্য দ্রব্যটির কী বলা হয়? (প্রয়োগ)
ক ব্যয় খ অপচয় গ উৎপাদন ● সুযোগ ব্যয়

১৯০. ফসল উৎপাদনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক সুযোগ ব্যয় ● নির্বাচন
গ বিনিয়োগ ঘ সঞ্চয়

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯১. সুযোগ ব্যয়ে– (অনুধাবন)
i. একটি দ্রব্য পাওয়ার জন্য আরেকটি ত্যাগ করতে হয়
ii. বেশি প্রয়োজনীয় দ্রব্যটি নির্বাচন করা হয়
iii. দুটি দ্রব্যই নির্বাচন করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯২. অর্থনীতিতে নির্বাচন প্রক্রিয়াটি যে কারণে করা হয়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ব্যক্তি পর্যায়ে সম্পদের স্বল্পতা
ii. বাজারে দ্রব্যের চড়ামূল্য নির্ধারণ
iii. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্পদের স্বল্পতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯৩ ও ১৯৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
কৃষক রহিম উদ্দীন দীর্ঘদিন যাবৎ জমিতে পাট উৎপাদন করছেন। এবার গমের বাজারমূল্য চড়া দেখে তিনি জমিতে পাট উৎপাদন না করে গম উৎপাদন করলেন। এতে তিনি গত বছরের তুলনায় বেশ লাভবান হলেন।

১৯৩. রহিম উদ্দীন গম উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেন কীসের ভিত্তিতে? (প্রয়োগ)
ক উপযোগের ● সুযোগ ব্যয়ের গ আকাঙ্ক্ষার ঘ যোগানের

১৯৪. অনুচ্ছেদের উৎপাদিত গমের সুযোগ ব্যয় হলো– (অনুধাবন)
i. পাট
ii. জমি
iii. গম
নিচের কোনটি সঠিক?
● i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯৫ ও ১৯৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জয়নাল উদ্দীনের দুই বিঘার একটি জমি আছে। এ জমিতে তিনি ধান অথবা গম দুটোই চাষ করতে পারেন। অথবা কিছু অংশে ধান এবং কিছু অংশে গম চাষ করতে পারেন। সবকিছু চিন্তা করে তিনি সবটুকু জমিতেই ধান চাষ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

১৯৫. জয়নাল উদ্দীনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে অর্থনীতির ভাষায় কী বলা হয়? (প্রয়োগ)
ক সুযোগ ব্যয় খ সঞ্চয় গ যোগান ● নির্বাচন

১৯৬. অর্থনীতিতে উক্ত বিষয়টির প্রয়োজন কেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
● সম্পদের স্বল্পতার জন্য খ সুযোগ ব্যয়ের জন্য
গ বাজার সৃষ্টির জন্য ঘ সঞ্চয়ের জন্য

➲ ২.৪ : আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৮

At a Glance

- উৎপাদনের কোনো উপকরণ ব্যবহারের জন্য এর মালিক নির্দিষ্ট সময়ে যে অর্থ পায় তাকে– আয় বলে।
- শ্রমের জন্য প্রাপ্ত আয়কে– মজুরি বলে।
- আয় হতে ভোগব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তা হলো– সঞ্চয়।
- বিনিয়োগের ভিত্তি হলো– সঞ্চয়।
- সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে– বিনিয়োগ বলে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯৭. উৎপাদনের কোনো উপকরণ ব্যবহারের জন্য উপকরণটি বা এটির মালিক একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে অর্থ পায় তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক সঞ্চয় ● আয় গ বিনিয়োগ ঘ যোগান

১৯৮. সুমন একটি মুদি দোকানে প্রতিদিন তিন ঘণ্টা কাজ করে মাস শেষে কিছু অর্থ আয় করে। এ অর্থকে অর্থনীতিতে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)
● মজুরি খ সঞ্চয় গ বিনিয়োগ ঘ উপযোগ

১৯৯. শ্রমের জন্য প্রাপ্ত আয়কে কী বলে? (জ্ঞান)
ক সঞ্চয় খ উপযোগ গ বিনিয়োগ ● মজুরি

২০০. মানুষ আয় করে কেন? (অনুধাবন)
ক সঞ্চয় করার জন্য ● ভোগ করার জন্য
গ অন্যের চাহিদা পূরণের জন্য ঘ জমি ক্রয়ের জন্য

২০১. মানুষ আয় থেকে সঞ্চয় করে কেন? (অনুধাবন)
ক তাৎক্ষণিক সমস্যা মেটানোর জন্য ● ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য
গ ঋণ পরিশোধ করার জন্য ঘ সম্পদের পাহাড় গড়ার জন্য

২০২. S = Y – C (যখন Y > C এখানে S = সঞ্চয়, Y = আয়, C = ভোগ ব্যয়) – এ সমীকরণটি কীসের ধারণা প্রকাশ করে? (প্রয়োগ)
ক আয় খ ব্যয় ● সঞ্চয় ঘ ভোগ

২০৩. মাহমুদা বেগমের মাসিক আয় ৯,৪০০ টাকা এবং মাসিক ব্যয় ৫,৩০০ টাকা। তার বছরে সঞ্চয় কত? (প্রয়োগ)
● ৪৯,২০০ টাকা খ ৪৪,২০০ টাকা
গ ৪৫,৩০০ টাকা ঘ ৫০,২০০ টাকা

২০৪. জীবন সাহেবের মাসিক আয় ২০,০০০ এবং সঞ্চয় ৫,৭০০ টাকা। তার মাসিক ব্যয় কত? (প্রয়োগ)
ক ১৪,০০০ টাকা ● ১৪,৩০০ টাকা
গ ১৫,২০০ টাকা ঘ ১৫,৫০০ টাকা

২০৫. জাবির সাহেবের কোম্পানিতে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য মূলধনের চেয়ে সঞ্চিত অতিরিক্ত বিশ হাজার টাকা ব্যবহৃত হলো। এ বিশ হাজার টাকাকে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)
ক সঞ্চয় খ ভোগ গ ব্যয় ● বিনিয়োগ

২০৬. ব্যক্তির সঞ্চয় কীসের ওপর নির্ভর করে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক পারিবারিক অবস্থানের ওপর খ সামাজিক অবস্থানের ওপর
● সুদের হারের ওপর ঘ কল্পনার ওপর

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০৭. ব্যক্তির সঞ্চয় নির্ভর করে– (অনুধাবন)
i. দূরদৃষ্টির ওপর
ii. সামাজিক নিরাপত্তার ওপর
iii. সামাজিক অবস্থানের ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০৮. বিনিয়োগের ফলে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে
ii. সামাজিক অবস্থান দৃঢ় হয়
iii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০৯. রাহেলা বেগম নিজের আয় থেকে সঞ্চয় করতে আগ্রহী। এজন্য তাকে যে বিষয়ের ওপর নির্ভর করতে হবে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আয়ের পরিমাণ
ii. পারিবারিক দায়িত্ববোধ
iii. রাজনৈতিক পরিস্থিতি

নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১০ ও ২১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শাহনাজ পারভীন মাসে ত্রিশ হাজার টাকা আয় করেন। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি এই আয়ের পুরোটা খরচ না করে ইসলামি ব্যাংকে দশ হাজার টাকা রেখে দেন। বর্তমানে তার ব্যাংকে রাখা টাকার পরিমাণ হলো এক লৰ টাকা।

২১০. ব্যাংকে অর্থ রাখার মাধ্যমে শাহনাজ পারভীন অর্থনীতির কোন ধারণাটির বাস্তবায়ন করেছেন? (প্রয়োগ)
ⓚ আয় ● সঞ্চয় ⓖ বিনিয়োগ ⓘ উপযোগ

২১১. শাহনাজ পারভীনের বাস্তবায়িত ধারণাটি নির্ভর করে মূলত– (উচ্চতর দৰতা)
i. আয়ের পরিমাণের ওপর
ii. পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের ওপর
iii. পারিবারিক দায়িত্ববোধের ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ পাঠ- ২.৫ : অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৯

At a Glance

- কাজের মূল লৰ্য হলো– জীবিকা অর্জন করা।
- অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে ভাগ করা যায়– ২ ভাগে।
- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা হলো– অভাব পূরণ করা।
- যে সমস্ত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না তাকে বলে– অ–অর্থনৈতিক কাজ।
- অভাব পূরণ করে কিন্তু অর্থ উপার্জনে ভূমিকা রাখে না– অ–অর্থনৈতিক কাজ।
- সমাজে বিরূ প প্রভাব ফেলে বা অসামাজিক কাজকে বলা হয়– অ–অর্থনৈতিক কাজ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২১২. বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যেসব কাজ করে তার মূল লৰ্য কী? (অনুধাবন)
ⓚ সঞ্চয় করা ● জীবিকা সংগ্রহ করা
ⓖ বিনিয়োগ করা ⓘ ব্যয় করা

২১৩. মানুষ কলকারখানায় কাজ করে কেন? (অনুধাবন)
● জীবিকার জন্য ⓚ ক্যারিয়ারের জন্য
ⓖ সুনামের জন্য ⓘ মানুষের মন রৰার জন্য

২১৪. লাকি পড়াশোনার পাশাপাশি চিত্তবিনোদন করে থাকে। তার এ কাজটি কোন ধরনের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)
ⓚ অর্থনৈতিক ● অ–অর্থনৈতিক
ⓖ কৃষির অন্তর্ভুক্ত ⓘ অসামাজিক

২১৫. নিচের কোনটি অ–অর্থনৈতিক কাজ? (অনুধাবন)
● ছিনতাই করা ⓚ জেলের মাছ ধরা
ⓖ কৃষকের জমিতে সার দেয়া ⓘ মাছ চাষ করা

২১৬. মানুষের কাজকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)
● দুই ⓚ তিন ⓖ চার ⓘ পাঁচ

২১৭. মানুষ জীবিকা সংগ্রহের জন্য যে কার্যাবলি করে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
● অর্থনৈতিক কার্যাবলি ⓚ অ–অর্থনৈতিক কার্যাবলি
ⓖ কৃষিবহির্ভূত কার্যাবলি ⓘ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যাবলি

২১৮. নিচের কোনটি অর্থনৈতিক কাজ? (জ্ঞান)
● শ্রমিকের কলকারখানায় কাজ ⓚ শিশুর খেলাধুলা
ⓖ ডাকাতি ⓘ দুর্নীতি

২১৯. কোনটি অর্থনৈতিক কাজ? (জ্ঞান)
ⓚ সিনেমা দেখা ● কৃষকের জমি চাষ করা
ⓖ খেলাধুলা করা ⓘ ধর্মচর্চা করা

২২০. জারিন আহমেদ ডাক্তার হয়ে রোগীদের চিকিৎসা করে। তার এ কাজ কোন ধরনের কাজের আওতাভুক্ত? (প্রয়োগ)
ⓚ সাধারণ ● অর্থনৈতিক
ⓖ অ–অর্থনৈতিক ⓘ প্রাকৃতিক

২২১. কোনটি অর্থনৈতিক কাজ? (অনুধাবন)
ⓚ মাতৃস্নেহ ● ডাক্তারের চিকিৎসা
ⓖ ভাঙা কলম ⓘ সূর্যকিরণ

২২২. মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা কী? (অনুধাবন)
ⓚ অর্থ উপার্জন ⓚ অর্থ সঞ্চয়
ⓖ জীবিকা নির্বাহ ● অভাব পূরণ

২২৩. কোন ধরনের কাজ জীবন ধারণের জন্য অনুপযুক্ত? (অনুধাবন)
ⓚ অর্থনৈতিক ● অ–অর্থনৈতিক
ⓖ কৃষিসংক্রান্ত ⓘ কৃষিবহির্ভূত

২২৪. কোনটি অ–অর্থনৈতিক কাজ? (জ্ঞান)
ⓚ কৃষকের জমি চাষ ⓚ ডাক্তারের সেবা প্রদান
ⓖ শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ● শখের বশে খেলাধুলা করা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২২৫. অর্থনৈতিক কাজ হলো– (অনুধাবন)
i. শিল্পপতির শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা
ii. হাঁস–মুরগি প্রতিপালন ও বিক্রয় করা
iii. পিতামাতার সন্তান লালন–পালন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২২৬. অ–অর্থনৈতিক কাজ হলো– (অনুধাবন)
i. খেলাধুলা করা
ii. দুর্নীতি করা
iii. জমি চাষ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ● i ও ii ⓘ ii ও iii

২২৭. জয়িতা সব সময় গান শোনে। তার এ কাজটি অ–অর্থনৈতিক হওয়ার কারণ– (প্রয়োগ)
i. অর্থ উপার্জনের অনুপযুক্ত হওয়া
ii. বিনোদনের চাহিদা পূরণ করা
iii. জীবনধারণের জন্য অনুপযুক্ত হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২২৮ ও ২২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বিপরব কিশোর বয়স থেকেই চুরি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল। বড় হয়ে সে একটি ডাকাত দল পরিচালনা করে এবং এক পর্যায়ে সে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে।

২২৮. বিপরবের কর্মকাণ্ড কোন ধরনের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)
ⓚ সাধারণ ⓚ অর্থনৈতিক ● অ–অর্থনৈতিক ⓘ প্রাকৃতিক

২২৯. বিপরবের কার্যাবলিকে উক্ত ধরনের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ– (উচ্চতর দৰতা)
i. এ কর্মকাণ্ড সমাজে বিরূ প প্রভাব ফেলে
ii. এ কর্মকাণ্ড কৃষিবহির্ভূত বলে
iii. এ কর্মকাণ্ড ব্যক্তি বা সমাজকে বতিগ্রস্ত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ ২.৬ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ২০

At a Glance

- বাংলাদেশ দৰিণ এশিয়ার একটি– উন্নয়নশীল দেশ।
- এদেশের অর্থনীতি মূলত নির্ভরশীল– কৃষির ওপর।
- কৃষিকাজে নিয়োজিত বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা– ৫০ ভাগ।
- এদেশের মানুষ প্রত্যৰ ও পরোৰভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল শতকরা–৭৫ ভাগ।
- সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে অবদান বাড়ছে– শিল্পখাতের।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি– ২ প্রকার।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৩০. বাংলাদেশ কী ধরনের দেশ? (জ্ঞান)
ⓚ শিল্পোন্নত ⓚ উন্নত ● উন্নয়নশীল ⓘ অনুন্নত

২৩১. বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কীসের ওপর নির্ভর করে? (জ্ঞান)
● কৃষি ⓚ বাণিজ্য ⓖ শিল্প ⓘ যোগাযোগ

২৩২. সম্প্রতি বাংলাদেশে কোন খাতের অবদান ক্রমেই বাড়ছে? (জ্ঞান)
ⓚ কৃষি ⓚ সেবা ● শিল্প ⓘ বাণিজ্য

২৩৩. বাংলাদেশের মানুষের কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে কোন খাতটি সবচেয়ে বড়? (জ্ঞান)
● কৃষি ⓚ শিল্প ⓖ বাণিজ্য ⓘ সেবা

২৩৪. বাংলাদেশের জনসংখ্যায় কত ভাগ কৃষির ওপর প্রত্যৰ অথবা পরোৰভাবে জড়িত? (জ্ঞান)
ⓚ ৫০ ⓚ ৬০ ⓖ ৭০ ● ৭৫

২৩৫. বাংলাদেশের শ্রমশক্তির কতভাগ কৃষিখাতে নিয়োজিত? (জ্ঞান)
ⓚ ৩০% ⓚ ৪০% ⓖ ৪৫% ● ৫০%

২৩৬. নিচের কোনটি কৃষিসংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত? (জ্ঞান)
● হাঁস–মুরগি প্রতিপালন ⓚ রেললাইন নির্মাণ
ⓖ পুতুল তৈরি ⓘ মিষ্টি তৈরি

২৩৭. সালাহউদ্দীন ফকিরাপুল বাজারে ফল বিক্রি করেন। তার এ কাজটি কোন ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)
● কৃষিসংক্রান্ত অর্থনৈতিক ⓚ কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক
ⓖ উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক ⓘ স্বল্পোন্নত অর্থনৈতিক

২৩৮. শান্তিনগরে জুয়েনার একটি বুটিক শপ আছে। এখানে সে যে কাজ করে তা কোন অর্থনৈতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত? (উচ্চতর দৰতা)
● এটি পোশাক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত ⓚ এটি শহরে অবস্থিত
ⓖ এটি দোকানের কাজ ⓘ এতে পরিশ্রম কম

২৩৯. সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন চাকরি কোন ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত? (জ্ঞান)
● কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক ⓚ কৃষিসংক্রান্ত অর্থনৈতিক
ⓖ ঐচ্ছিক অর্থনৈতিক ⓘ বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক

২৪০. রতনবাবু একজন স্বর্ণকার। তার কাজ কোন ধরনের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)
● কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক ⓚ কৃষি অন্তর্ভুক্ত অর্থনৈতিক
ⓖ কৃষি অন্তর্ভুক্ত অ–অর্থনৈতিক ⓘ কৃষিবহির্ভূত অ–অর্থনৈতিক

২৪১. নিচের কোনটি কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত? (জ্ঞান)
ⓚ ফসল বিক্রয় ● বন্য প্রাণীর খেলা দেখানো
ⓖ ফলমূল উৎপাদন ⓘ মাছ বিক্রয়

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৪২. বাংলাদেশের কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ হলো– (অনুধাবন)
i. কুটিরশিল্পের কাজ
ii. বিড়ি তৈরির কাজ
iii. ফলমূল উৎপাদনের কাজ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪৩. বাংলাদেশ দৰিণ এশিয়ার একটি– (অনুধাবন)
i. উন্নয়নশীল দেশ
ii. উন্নত দেশ
iii. কৃষিনির্ভর দেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৪৪ ও ২৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রবপাদের পরিবারে চার জন সদস্য। এর মধ্যে রুপার বাবা একজন দর্জি। তার ভাই পশু পালন করে। তার মা এবং সে পুতুল ও মিষ্টি তৈরির কাজ করে।

২৪৪. রুপার ভাইয়ের কাজটি কোন ধরনের কাজ? (প্রয়োগ)
● কৃষিসংক্রান্ত অর্থনৈতিক ⓚ কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক
ⓖ কৃষিসংক্রান্ত অ–অর্থনৈতিক ⓘ কৃষিবহির্ভূত অ–অর্থনৈতিক

২৪৫. অনুচ্ছেদে বর্ণিত কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. দর্জির কাজ
ii. পুতুল তৈরি
iii. মিষ্টি তৈরি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

■ অধ্যায়ের পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৪৬. বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদ আমাদের জন্য যে সুফল বয়ে আনে– (অনুধাবন)
i. পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে
ii. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে
iii. শিৰার মান উন্নত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪৭. অর্থনৈতিক দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য হলো– (অনুধাবন)
i. এগুলো প্রকৃতিতে অবাধে পাওয়া যায়
ii. এগুলোর যোগান সীমাবদ্ধ থাকে
iii. এগুলোর জন্য মূল্য প্রদান করতে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪৮. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ– (অনুধাবন)
i. অর্থ উপার্জন করে ii. জীবন ধারণ করে
iii. বিদেশ গমন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪৯. খাদ্যকে অর্থনীতির ভাষায় বলা যায়–
i. অর্থনৈতিক দ্রব্য ii. মূলধনী দ্রব্য
iii. অস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫০. কৃষিকাজের সাথে জড়িত–
i. পশুপালন ii. ক্ষুদ্র শিল্পের কাজ
iii. কীটনাশক ছিটানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৫১ ও ২৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রহিম ভালো শ্রমিক। সে তার শারীরিক যোগ্যতা অনুসারে কাজ করে ভালো আয় করে। তার মতে শ্রমিক জনগণের দৰতা বৃদ্ধি করে।

২৫১. শারীরিক যোগ্যতা কোন ধরনের সম্পদ?
ⓚ ব্যক্তিগত সম্পদ ● মানবিক সম্পদ
ⓖ প্রাকৃতিক সম্পদ ⓘ সমষ্টিগত সম্পদ

২৫২. এ ধরনের সম্পদে কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না?
i. হস্তান্তরযোগ্যতা
ii. অপ্রাচুর্যতা
iii. বাহ্যিকতা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ অর্থনৈতিক সম্পদ

আবেদ একজন চা বিক্রেতা। শেখাহার বাজারে প্রতিদিন চা বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করে। সন্তানেরা প্রতিদিন টিভি দেখার জন্য পাশের বাড়িতে যায়। এতে তার মন খারাপ হয়। নির্বাচনের কারণে গত কয়েকদিন ভালো চা বিক্রয় হওয়ায় সন্তানেরা টিভির জন্য বায়না ধরে। সে একটি টিভি ক্রয় করে। [স. বো. '১৬]

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কী? ১
খ. হস্তান্তরযোগ্যতা বলতে কী বুঝায়? ২
গ. প্রথমদিকে আবেদ টিভি ক্রয় করতে সৰম হয়নি কেন? অর্থনীতির ভাষায় তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ক্রয়কৃত টিভিটি কী অর্থনীতিতে সম্পদ? যুক্তিসহ উপস্থাপন কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতির কাছ থেকে প্রাপ্ত যেসব সম্পদ মানুষের প্রয়োজন মেটায় তাই প্রাকৃতিক সম্পদ।

খ সম্পদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর হস্তান্তরযোগ্যতা। হস্তান্তরযোগ্য বলতে বোঝায় হাত বদল হওয়া। অর্থাৎ যে দ্রব্যের মালিকানা বদল বা পরিবর্তন করা যায় তাই হলো সম্পদ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভাকে অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ বলা যাবে না। কারণ তার প্রতিভাকে হস্তান্তর বা মালিকানা বদল করা সম্ভব নয়। আবার টিভির মালিকানা বদল করা যায় বলে টিভি সম্পদ।

গ প্রথমদিকে আবেদ প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে টিভি ক্রয় করতে সৰম হয়নি। এৰেত্রে অর্থনীতির ভাষায় বলা যায়, আবেদ চাহিদার অভাবে টিভি ক্রয় করতে সৰম হয়নি। উদ্দীপকে চা বিক্রেতা আবেদের প্রথমদিকেও টিভি কেনার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কেননা তার সন্তানেরা প্রতিদিন টিভি দেখার জন্য পাশের বাড়িতে গেলে তার মন খারাপ হয়। কিন্তু অর্থনীতির ভাষায় আমাদের সব আকাঙ্ক্ষাই চাহিদা নয়। অর্থনীতিতে চাহিদা হতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়। যেমন– ১. কোনো দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা, ২. ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্য এবং ৩. অর্থ ব্যয় করে দ্রব্যটি ক্রয়ের ইচ্ছা। সুতরাং, ক্রেতার একটি পণ্য নির্দিষ্ট সময়ে কেনার আকাঙ্ক্ষা, সামর্থ্য এবং নির্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করার ইচ্ছা থাকলে তাকে অর্থনীতিতে চাহিদা (Demand) বলে। উদ্দীপকে আবেদের টিভি ক্রয়ের আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা ছিল কিন্তু সামর্থ্য ছিল না।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ক্রয়কৃত টিভিটি অর্থনীতিতে সম্পদ। কোনো জিনিসকে যদি অর্থনীতিতে সম্পদ বলতে হয় তবে তার চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো– ১. উপযোগ : উপযোগ বলতে বোঝায় কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব মেটানোর ৰমতা। কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে সেই দ্রব্যের উপযোগ সৃষ্টির ৰমতা থাকতে হবে। টিভি দেখার উপযোগ মানুষের রয়েছে। ২. অপ্রাচুর্যতা : কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে তার পরিমাণ ও যোগান সীমিত থাকবে। যেমন : নদীর পানি, বাতাস প্রভৃতির যোগান প্রচুর। এগুলো সম্পদ নয়। এৰেত্রে টিভি চাইলেই প্রচুর পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ টিভি আমাদের কাছে অপর্যাপ্ত দ্রব্য। ৩. হস্তান্তরযোগ্য : সম্পদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর হস্তান্তরযোগ্যতা। হস্তান্তরযোগ্য বলতে বোঝায় হাত বদল হওয়া। অর্থাৎ যে দ্রব্যের মালিকানা বদল বা পরিবর্তন করা যায় তাই হলো সম্পদ। যেমন : উদ্দীপকে আবেদ টিভি ক্রয় করে তার মালিক হয়েছে। ৪. বাহ্যিকতা : যে সমস্ত দ্রব্য মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণ বোঝায় তা অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ নয়। টিভির বাহ্যিক অস্তিত্ব রয়েছে। সুতরাং, সম্পদের চারটি বৈশিষ্ট্যই পূরণ করে বলে টিভি অর্থনীতিতে সম্পদ।

প্রশ্ন– ২ অর্থনৈতিক ও অ–অর্থনৈতিক কার্যাবলি

স্বল্পশিৰিত শামীমা তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ের লালনপালন ও পারিবারিক যাবতীয় কাজ দেখাশুনা করত। তার স্বামী একটি কারখানায় কাজ করত। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর পর শামীমা আর্থিক সংকট দূর করার জন্য উক্ত কারখানায় কাজে যোগদান করে। [স. বো. '১৫]

ক. বিনিয়োগ কী? ১
খ. সঞ্চয় বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শামীমা প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল কাজ করত, সেগুলো কোন ধরনের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প অনুযায়ী শামীমার পরবর্তী কাজটিই "অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা" উক্তিটির যথার্থতা প্রমাণ করে মতামত দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ কর্তৃক সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলে।

খ মানুষ আয় করে ভোগ করার জন্য। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে অর্জিত আয়ের পুরোটাই মানুষ ভোগ করে না। আয়ের একটি অংশ রেখে দেয় কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। এই রেখে দেওয়া অংশের নাম সঞ্চয়। সঞ্চয়ের ধারণাটি সমীকরণ দিয়ে বোঝানো যায়। যেমন : $S = Y - C$ (যখন $Y > C$)
এখানে, S = সঞ্চয়, Y = আয়, C = ভোগ ব্যয়।
ব্যক্তির সঞ্চয় নির্ভর করে মূলত আয়ের পরিমাণ, পারিবারিক দায়িত্ববোধ, দূরদৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সুদের হারের ওপর।

গ শামীমা প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব কাজ করত তা অ–অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। যে সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না এবং তা জীবনধারণের জন্য ব্যয় করা যায় না তাকে অ–অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলা হয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড মানুষের অভাব পূরণ করলেও অর্থ উপার্জনে ভূমিকা রাখতে পারে না। যেমন : পিতামাতার সন্তান লালনপালন, শখের বশে খেলাধুলা করা ইত্যাদি অ–অর্থনৈতিক কাজের উদাহরণ। উদ্দীপকে স্বল্পশিৰিত শামীমাও প্রাথমিক পর্যায়ে তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ের লালনপালন ও পারিবারিক যাবতীয় কাজ দেখাশুনা করত। যার সাথে অর্থ উপার্জনের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই শামীমার প্রাথমিক পর্যায়ের কাজগুলো অ–অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ দৃশ্যকল্প অনুযায়ী শামীমার পরবর্তী কাজটি "অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা। এৰেত্রে আমরা দেখি স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর পর শামীমা আর্থিক সংকট দূর করার জন্য কারখানায় কাজে যোগদান করে। অর্থাৎ আর্থিক সংকট দূর করাই "অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা"। বেঁচে থাকার জন্য মানুষ নানাবিধ কাজ করে। এসব কাজের মূল লৰ্য হলো জীবিকা সংগ্রহ করা। জীবিকার জন্য কেউ কল–কারখানায়, কেউ অফিস বা কেউ জমিতে কাজ করে। মানুষ জীবিকা সংগ্রহের জন্য যে কার্যাবলি করে থাকে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলা হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবন ধারণের জন্য তা ব্যয় করে। যেমন : শ্রমিকরা কলকারখানায় কাজ করে, কৃষকরা জমিতে কাজ করে, ডাক্তার রোগীদের চিকিৎসা করে, শিল্পপতিরা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে– এগুলো হলো অর্থনৈতিক কাজ। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা হলো দ্রব্যসামগ্রীর অভাব পূরণ করা। এৰেত্রে

অর্থই মাধ্যম। তাই এভাবেও বলা যায়, মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা আর্থিক সংকট দূর করা। দৃশ্যকল্পে যা শামীমার পরবর্তী কাজে ধরা পড়েছে।

প্রশ্ন– ৩ ▸▸ সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচন

আনোয়ার মিয়ার ৫ বিঘা জমি আছে। এই জমিতে ৪০ মণ ধান অথবা ২০ মণ পাট উৎপাদন করতে পারেন। কিন্তু তার দুটোই চাই। এ কারণে তিনি ২০ মণ ধান এবং ১০ মণ পাট উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

[বরিশাল সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়]

ক. সুন্দরবনের আয়তন কত? ১

খ. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের অবস্থান, মজুদ ও ব্যবহারের বর্ণনা দাও। ২

গ. আনোয়ার মিয়ার ধান–পাট উৎপাদনের ধারণাটি চিত্রে উপস্থাপন করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আনোয়ার মিয়ার দুটি দ্রব্য উৎপাদনের অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুন্দরবনের আয়তন ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার।

খ প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ২৫টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে গ্যাসের মোট মজুদ প্রায় ১৬ বিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে কেবল ১৯টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে। এ গ্যাস রাসায়নিক সার তৈরিতে কাঁচামালরূপে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে, কলকারখানা ও গৃহে এ গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গ আনোয়ার মিয়া ৫ বিঘা জমিতে ৪০ মণ ধান অথবা ২০ মণ পাট উৎপাদন করতে পারেন। এই দুটি দ্রব্যের মধ্যে যেকোনো একটিকে বেছে নেওয়া হলো 'সুযোগ ব্যয়'। কিন্তু আনোয়ার মিয়া দুটি দ্রব্যই উৎপাদন করতে চান। এক্ষেত্রে দুটি দ্রব্য উৎপাদন করার ধারণাই হলো নির্বাচন। আনোয়ার মিয়ার ধান–পাট উৎপাদনের ধারণার চিত্রটি নিম্নরূপ :

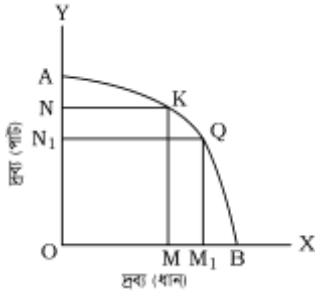

চিত্রে OX অক্ষে ধান এবং OY অক্ষে পাট দেখানো হয়েছে।

আনোয়ার মিয়ার সব সম্পদ যদি পাট উৎপাদনের জন্য ব্যয় করা হয় তবে OA পরিমাণ পাট অর্থাৎ ২০ মণ পাট উৎপাদন করতে পারবেন। আবার যদি শুধু ধান উৎপাদন করতে চান তবে OB পরিমাণ ধান অর্থাৎ ৪০ মণ ধান উৎপাদন করতে পারবেন। A ও B বিন্দু সংযোগকারী AB রেখাটি হলো উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বা Production Posibility Curve। এক্ষেত্রে আনোয়ার মিয়া ধান ও পাট দুটিই উৎপাদন করতে চায়। তাই তিনি পুরো সম্পদ ব্যয় করে ON পরিমাণ পাট। অর্থাৎ ১০ মণ পাট এবং OM পরিমাণ ধান অর্থাৎ ২০ মণ ধান উৎপাদন করতে পারবেন। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা K বিন্দু এই অবস্থা দেখায়। আনোয়ার মিয়া ইচ্ছে করলে পাটের পরিমাণ কমিয়ে N_1 এবং ধানের উৎপাদন বাড়িয়ে OM_1 উৎপাদন করতে পারেন।

ঘ আনোয়ার মিয়ার ধান ও পাট উৎপাদনের অর্থনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কৃষি তথা ধান ও পাট উৎপাদনের ধারণাটির কার্যকারিতা অর্থবহ এবং ফলপ্রসূ। মানুষের জীবনে অভাব অসীম, কিন্তু তা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ নিতান্তই কম। সম্পদের এ সীমাবদ্ধতার জন্য মানুষ কিছু অভাব পূরণ করলে অন্যগুলো তার হাতছাড়া হয়। কিন্তু সুন্দরভাবে জীবনযাপনের জন্য অনেক অভাব পূরণের প্রয়োজন পড়ে। সেক্ষেত্রেও মানুষ অভাব নির্বাচন করে। অভাব নির্বাচন করতে গিয়ে যেগুলো অধিক প্রয়োজন সে অভাবগুলো মানুষ আগে পূরণ করে। এক্ষেত্রেও মানুষ অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। সম্পদ কম বলে তাকে অধিক প্রয়োজনীয় অভাবের মধ্যেও অভাব নির্বাচন করতে হয়। কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় অভাবগুলোর মধ্যে একটির বদলে অন্য অভাবটি পূরণ করে। এর ফলে জীবন সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে দেখা যায়, মানুষ দুটি প্রয়োজনীয় অভাবের মধ্যে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি পূরণের চেষ্টা করে না বরং সে তার সীমিত অর্থ দিয়ে দুটি দ্রব্যের অভাবই অল্প অল্প করে পূরণ করে। উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় আনোয়ার মিয়ার দুটি দ্রব্য উৎপাদনের যথেষ্ট অর্থনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে।

প্রশ্ন– ৪ ▸▸ সম্পদের শ্রেণিবিভাগ ও দ্রব্য

রানার লেখা কবিতা সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হওয়ায় বন্ধুরা তার অনেক প্রশংসা করল। রানার বাবাও খুব খুশি হলো এবং তাকে একটি নতুন ড্রেস কিনে দিল। এতে রানা খুব আনন্দিত হলো।

[কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

ক. সঞ্চয় কী? ১

খ. অর্থনৈতিক কার্যাবলি কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রানার বাবা রানাকে যে উপহারটি দেয় সেটি অর্থনীতিতে কী ধরনের দ্রব্য? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রানার কাজটি কী সম্পদ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বর্তমান আয়ের যে অংশ ভোগ না করে মানুষ ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেয় তা–ই সঞ্চয়।

খ অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে মানুষের জীবিকা সংগ্রহের জন্য সম্পাদিত কার্যাবলিকে বোঝায়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবনধারণের জন্য তা ব্যয় করে। যেমন শ্রমিকরা কলকারখানায় কাজ করে, কৃষকরা জমিতে কাজ করে, ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করে প্রভৃতি। এগুলো সবই অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

গ রানার বাবা রানাকে উপহার হিসেবে যে নতুন ড্রেসটি কিনে দেয়, অর্থনীতিতে তা ভোগ্য দ্রব্য নামে পরিচিত। মানুষের অভাব মেটানোর ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তুগত ও অবস্তুগত সব জিনিসকে আমরা অর্থনৈতিক দ্রব্য বলে থাকি। অর্থাৎ যে জিনিসের উপযোগ আছে অর্থনীতিতে তাই দ্রব্য। এসব দ্রব্যকে অভাব মেটানোর ক্ষমতানুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভোগ্যদ্রব্য এর মধ্যে একটি। ভোগ বা ব্যবহারের মাধ্যমে যেসব দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করা হয়, তাদেরকে ভোগ্যদ্রব্য বলে। যেমন– গাড়ি, বস্ত্র প্রভৃতি। উদ্দীপকে রানার বাবা তার কাজে খুশি হয়ে ছেলেকে একটি ড্রেস কিনে দিয়েছে। এই দ্রব্যটি ব্যবহার বা ভোগের মাধ্যমে এর উপযোগ নিঃশেষ হবে। তাই অর্থনীতির দৃষ্টিতে এ দ্রব্যটি একটি ভোগ্যদ্রব্য।

ঘ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে রানার কাজটি সম্পদ নয়, তবে এটি এক ধরনের মানবিক সম্পদ। অর্থনীতিতে চারটি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বস্তুগত বা অবস্তুগত দ্রব্যসামগ্রীকে সম্পদ বলা হয়। এগুলো হলো– উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, হস্তান্তরযোগ্যতা এবং বাহ্যিকতা। কিন্তু রানার কাজটির এ চারটি বৈশিষ্ট্য লব্য করা যায় না। রানা একজন প্রতিভাবান ছাত্র। তার লেখা কবিতা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা লেখার কাজটি এক ধরনের যোগ্যতা বা দৰতা। এটি হস্তান্তরযোগ্য নয় বা এর কোনো বাহ্যিকতা নেই। তাই অর্থনীতিতে এটি সম্পদ নয়। তবে মানুষের বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতা বা দৰতাকে মানবিক সম্পদ বলা হয়, যেমন– শারীরিক যোগ্যতা, প্রতিভা, উদ্যোগ, দৰতা, সাংগঠনিক ৰমতা ইত্যাদি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রানার কাজটিকে মানবিক সম্পদ বলা যেতে পারে। পরিশেষে বলা যায়, সম্পদ হওয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো না থাকার কারণে রানার কাজটি অর্থনীতিতে সম্পদ নয়।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ৫ ▸▸ সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

রূ পগঞ্জ উপজেলার মেধাবী ছাত্র জহির খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ থেকে এমএ পাস করেন। তিনি বহুমুখী গুণসম্পন্ন একজন মানুষ। তবে কবিতা লেখায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী। বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কবিতা উৎসবে তিনি বরাবরই প্রথম হতেন। একটি বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরব করেন। পরবর্তীতে নিজ উদ্যোগে রূ পগঞ্জে একটি কলেজ স্থাপন করে স্থায়ীভাবে সবার দৃষ্টি ও মনে স্থান করে নেন।

ক. অর্থনীতিতে সম্পদ কী? ১
খ. সম্পদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জহির খানের কবিতা লেখার পারদর্শিতা কোন ধরনের সম্পদ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'জহির খানের স্থাপিত কলেজটি একটি উৎপাদিত সম্পদ'– মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব জিনিস বা দ্রব্য পেতে হলে অর্থ ব্যয় করতে হয় অর্থনীতিতে তাই সম্পদ।

খ উপযোগ সম্পদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোনো দ্রব্যের অভাব মোচনের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে। অর্থাৎ উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের উপকারিতাকে বোঝায়। যেকোনো দ্রব্য তা বস্তুগত বা অবস্তুগত হোক, তা যদি মানুষের কোনো অভাব পূরণ করতে পারে তা হলে বোঝা যায়, দ্রব্যটির উপযোগ আছে। যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, বইপত্র, কলম ইত্যাদি।

গ জহির খানের প্রতিভা মানবিক সম্পদ। উৎপত্তিগত দিক দিয়ে সম্পদের যে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে মানবিক সম্পদ একটি। মানুষের মানবীয় গুণাবলিকে মানবিক সম্পদ বলা হয়। যেমন– শারীরিক যোগ্যতা, প্রতিভা, উদ্যোগ, দৰতা, সাংগঠনিক ৰমতা ইত্যাদি। এগুলোর হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা না থাকার কারণে অর্থনীতিতে সম্পদ হিসেবে গণ্য না হলেও মানবিক সম্পদ বলে বিবেচ্য। উদ্দীপকে জহির খান বহুমুখী গুণসম্পন্ন একজন মানুষ। তিনি কবিতা লেখায় অত্যন্ত পারদর্শী। বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কবিতা উৎসবে তিনি বরাবরই প্রথম স্থান অধিকার করতেন। তার এ পারদর্শিতা তার ব্যক্তিগত প্রতিভা, আর এটি মানবীয় গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। তাই জহির খানের কবিতা লেখার পারদর্শিতা মানবিক সম্পদ।

ঘ 'জহির খানের স্থাপিত কলেজটি একটি উৎপাদিত সম্পদ'– মন্তব্যটি সঠিক। উৎপত্তিগত দিক থেকে সম্পদের যে শ্রেণিবিভাগ করা হয় তার মধ্যে উৎপাদিত সম্পদ একটি। প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তাকে উৎপাদিত সম্পদ বা মানুষের তৈরি সম্পদ বলা হয়। যেমন : কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি। উদ্দীপকে জহির খান একজন মেধাবী মানুষ। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তার এই মেধা ও প্রতিভা মানবিক সম্পদ। বার্ষিক কবিতা উৎসবে এ সম্পদ ব্যবহার করে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত অবস্থায়ও তিনি এই মানবিক সম্পদ ব্যবহার করেছেন। অবশেষে এই ব্যবহৃত সম্পদের ফলে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন সে অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি নিজ এলাকায় কলেজ স্থাপন করেন। কলেজটি যেখানে স্থাপন করা হয় সেই ভূমি বা জমি একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। আর আমরা জানি মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তা হলো উৎপাদিত সম্পদ। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেৰিতে বলা যায়, জহির খানের স্থাপিত কলেজটি একটি উৎপাদিত সম্পদ।

প্রশ্ন– ৬ ▸▸ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি

মি. শিহাব একটি খাবার হোটেলের মালিক। এটি পুরনো ঢাকার নাজিম উদ্দিন রোডে অবস্থিত। তার হোটেলের খাবারের গুণগত মান এবং সার্বিক পরিবেশ অত্যন্ত ভালো। ঢাকার এই অঞ্চলে মি. শিহাব সততা এবং সুনামের সাথে প্রায় ২০ বছর ধরে ব্যবসা চালিয়ে আসছেন। এ সময়ের মধ্যে ব্যবসা করে মি. শিহাব তার সম্পদের বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। বর্তমানে তার হোটেলে প্রায় ৪০ জন লোক কাজ করে। মি. শিহাবের যে সম্পদ রয়েছে তা ব্যবহার করে তিনি তার হোটেল ব্যবসাকে আরো প্রসারিত করতে চান।

ক. উৎপত্তির দিক থেকে সম্পদ কত প্রকার? ১
খ. ব্যক্তিগত সম্পদ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. অর্থনৈতিক সম্পদের বৈশিষ্ট্যের আলোকে শিহাব সাহেবের ব্যবসার সুনাম ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. শিহাবের খাবারের হোটেল কি অর্থনৈতিক সম্পদ? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপত্তির দিক থেকে সম্পদ ৩ প্রকার।

খ ব্যক্তিগত সম্পদ বলতে ব্যক্তির নিজ মালিকানাধীন সকল সম্পদকে বোঝায়। যেমন– নিজস্ব জমি, ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুনাম ইত্যাদি ব্যক্তিগত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিগত সম্পদের ওপর ব্যক্তির মালিকানা বা অধিকার বজায় থাকে। ব্যক্তি ইচ্ছা করলে এ সম্পত্তি বিক্রি, দান বা নিজে ভোগ করতে পারেন।

গ শিহাবের ব্যবসায়ের সুনামে অর্থনৈতিক সম্পদের সবকটি বৈশিষ্ট্য উপস্থিত আছে।

অর্থনীতিতে যেসব দ্রব্যসামগ্রীর উপযোগ আছে, যার যোগান সীমাবদ্ধ, যা হস্তান্তরযোগ্য এবং যার বাহ্যিকতা আছে তাকে সম্পদ বলে। কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান একবার সুনাম অর্জন করতে পারলে, সেই সুনামের ওপর ভিত্তি করে তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বা দৈনন্দিন লেনদেন আগের তুলনায় অনেক গুণ বেড়ে যায়। শিহাবের ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠানটি হলো খাবার হোটেল। সুনাম বৃদ্ধির অর্থ তার পণ্যের গুণগত মান ভালো। এ গুণগত মানের জন্যই ক্রেতারা অধিক পরিমাণে খাবার ক্রয় করেছে, যা তার অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। কোনো কারণে যদি শিহাবের হোটেলটির মালিকানা হস্তান্তরও হয়, তবুও তার প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখার ঝুঁকি নতুন মালিক নেবেন না। কারণ এ নামটিই তার সম্পদ। এই প্রতিষ্ঠানের নামের সুনামকে পুঁজি করেই পরবর্তী ব্যবসায় আরও প্রসারিত হয়। তাই অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের

বিচারে শিহাবের ব্যবসায়ের সুনামে সম্পদের সবকটি বৈশিষ্ট্যই উপস্থিত রয়েছে।

ঘ মি. শিহাবের খাবারের হোটেল একটি অর্থনৈতিক সম্পদ। অর্থনীতিতে সম্পদ বলতে যেসব দ্রব্যসামগ্রীকে বোঝায়, সেগুলো পেতে গেলে অর্থ ব্যয় করতে হয়। যেমন– ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, টিভি ইত্যাদি দৃশ্যমান বা বস্তুগত সম্পদ এবং ডাক্তারের সেবা অদৃশ্যমান বা অবস্তুগত সম্পদ। সম্পদের উলিরখিত সংজ্ঞার আলোকে যেসব দ্রব্যের উপযোগ নেই অর্থের বিনিময়ে ক্রয়–বিক্রয়যোগ্য নয় তা সম্পদ হতে পারে না। মি. শিহাবের হোটেল ব্যবসায়ের উপযোগ আছে তা অর্থের বিনিময়ে ক্রয়–বিক্রয়যোগ্য। কাজেই তার খাবারের হোটেলকে সম্পদ হিসেবে গণ্য করা যায়। আবার কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে তার যোগান চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত হতে হবে। মি. শিহাবের হোটেল ব্যবসায় চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত হওয়ায় তা সম্পদ। মি. শিহাবের খাবারের হোটেলের মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য। কাজেই তার হোটেলের মালিকানা পরিবর্তন করা যাবে বলে তা সম্পদ। দ্রব্য বাহ্যিক হলে তা হস্তান্তরযোগ্য হয় এবং সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়। যেহেতু মি. শিহাবের ব্যবসায়ের সুনাম, হোটেলের আসবাবপত্র প্রভৃতি হস্তান্তরযোগ্য কাজেই তা সম্পদ।

উপর্যুক্ত যুক্তির আলোকে প্রতীয়মান হয়, মি. শিহাবের হোটেল ব্যবসায় একটি অর্থনৈতিক সম্পদ।

প্রশ্ন– ৭ ▸▸ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি

সীমার 'মা' একজন নার্স। তিনি একটি শিশু হাসপাতালে কাজ করেন। দিন শেষে বাড়ি ফিরে এসে তার দুই মেয়ে সীমা ও রীমাকে দেখাশোনা করেন।

ক. মজুরি কী? ১
খ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সীমার মায়ের পেশাটি কী ধরনের কাজ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সীমার মায়ের সন্তানদের দেখাশোনা করা এবং হাসপাতালে শিশুদের দেখাশোনা করার মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি? যৌক্তিক মতামত প্রদান কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রমের জন্য প্রাপ্ত আয়কে মজুরি বলে।

খ মানুষ আয়ের যে অংশ বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখে তাকে সঞ্চয় বলে। আর সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলে। অর্থাৎ আয় হতে ভোগের জন্য বাদ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই হলো সঞ্চয়। অন্যদিকে সঞ্চয়কৃত অর্থ বা সম্পদ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হওয়া বিনিয়োগ। এদিক থেকে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

গ সীমার মায়ের পেশাটি একটি অর্থনৈতিক কাজ। মানুষ জীবিকা সংগ্রহের জন্য যেসব কাজ করে থাকে তাকে অর্থনৈতিক কাজ বলা হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবনধারণের জন্য তা ব্যয় করে। হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানও এমনই একটি অর্থনৈতিক কাজ। উদ্দীপকে সীমার মা একজন নার্স। তিনি একটি শিশু হাসপাতালে রোগীদের সেবা প্রদানের কাজে নিয়োজিত। তার এ কাজটি একটি অর্থনৈতিক কাজ। কেননা, তিনি হাসপাতালে ভর্তিকৃত শিশুদের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের কাজ করেছেন। ডাক্তারদের সুপারিশকৃত ওষুধ ও পথ্য রোগীদের সেবন করানোর কাজটি তিনিই করেন। এছাড়া তারা আদর যত্ন ও রোগীদের দ্রুত সুস্থ করে তোলায় ভূমিকা রাখে। এর বিনিময়ে তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মাসিক বেতন–ভাতাদি পেয়ে থাকেন, যা তার জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। কাজেই সীমার মায়ের হাসপাতালে কাজ করার মূল লক্ষ্য হলো জীবিকা সংগ্রহ করা, যা তার কাজটিকে অর্থনৈতিক কাজের মর্যাদা দান করেছে।

ঘ সীমার মায়ের সন্তানদের দেখাশোনা করা এবং হাসপাতালে শিশুদের দেখাশোনা করা ভিন্ন ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উক্ত কাজের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। সন্তান প্রতিপালন একটি অ–অর্থনৈতিক কাজ। কেননা এ কাজের মধ্য দিয়ে মা–বাবার স্নেহের দিকটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু কাজটির মূল লক্ষ্য জীবিকা সংগ্রহ না হওয়ায় তা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বহির্ভূত। পরান্তরে হাসপাতালে দায়িত্ব পালনের মূল উদ্দেশ্য জীবিকা সংগ্রহ করা। এ কারণে এ কাজটি অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে পরিগণিত। সীমার মায়ের কর্মকাণ্ডে উপরিউক্ত দুই ধরনের কাজই প্রতিফলিত হয়। উদ্দীপকে দেখা যায়, সীমার মা একটি শিশু হাসপাতালে কাজ করেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে সেখানে চিকিৎসা সেবা নেওয়ার উদ্দেশ্যে আগত শিশুদের দেখাশোনা করার কাজ করতে হয় তাকে। পাশাপাশি তিনি হাসপাতালের কাজ শেষে বাড়ি ফিরে এসে নিজের দুটি মেয়ে সীমা ও রীমাকে দেখাশোনা করেন। তার শেষোক্ত কাজটি স্বাভাবিক মাতৃসুলভ দায়িত্ববোধেরই পরিচায়ক। কাজেই সীমার মাকে বাড়িতে ও হাসপাতালে উভয়ক্ষেত্রেই শিশুদের দেখাশোনার কাজ করতে দেখা যায়। কিন্তু নিজের মেয়েদের দেখাশোনা করা তার পারিবারিক কাজ তথা অ–অর্থনৈতিক কাজের বহিঃপ্রকাশ। কারণ এ কাজের বিনিময়ে তিনি কোনো পারিশ্রমিক পান না। অন্যদিকে হাসপাতালে শিশুদের দেখাশোনার কাজের বিনিময়ে তিনি পারিশ্রমিক পান। উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যায়, সীমার মায়ের পারিবারিক ও পেশাগত কাজের ধরন একই রকমের হলেও অর্থনৈতিক বিচারে উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন– ৮ ▸▸ খনিজ সম্পদ

আলম একজন হোটেলের মালিক। তার হোটেলে রান্নার কাজে গ্যাস ব্যবহার করা হয়। যখন ভোক্তারা হোটেলে চা–নাস্তা খান তখন গ্যাসের চুলা চালু করেন। ভোক্তা না থাকলে চুলা বন্ধ রাখেন। আলম কোনোভাবেই তার অপচয় করতে চান না। তিনি মনে করেন, গ্যাসের অপচয়রোধের জন্য প্রয়োজন তার যথাযথ ও সচেতন ব্যবহার।

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কী? ১
খ. খনিজ সম্পদ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. আলম যে সম্পদটির অপচয় রোধে সচেতন সেটি বাংলাদেশের কোন ধরনের সম্পদ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশে উক্ত প্রকৃতির সম্পদের মধ্যে আলমের ব্যবহৃত সম্পদটি ছাড়া আরও কোনো সম্পদ আছে কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতির কাছ থেকে প্রাপ্ত যেসব সম্পদ মানুষের প্রয়োজন মেটায় তাই প্রাকৃতিক সম্পদ।

খ প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, খনিজ তেল ইত্যাদির মতো প্রকৃতির যে সব দান ভূগর্ভ থেকে আহরণ করা হয় তাই খনিজ সম্পদ। বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। এখানে এ পর্যন্ত যেসব খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে– প্রাকৃতিক গ্যাস, চুনাপাথর, চীনামাটি, কয়লা, কঠিন শিলা, সিলিকা বালু, গন্ধক, খনিজ তেল ও তামা।

গ আলম যে সম্পদটির অপচয় রোধে সচেতন সেটি বাংলাদেশের একটি খনিজ সম্পদ। প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ। এ পর্যন্ত দেশে ২৫টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে কেবল ১৯টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে। এ গ্যাস রাসায়নিক সার তৈরিতে কাঁচামালরূপে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে, কলকারখানায় ও গৃহে এ গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আলম তার হোটেলের রান্নার কাজে গ্যাস সম্পদটি ব্যবহার করে থাকেন। প্রয়োজনের সময় তিনি গ্যাসের চুলা চালু রাখেন। এছাড়া চুলা বন্ধ রেখে তিনি এ গ্যাসের অপচয় রোধ করেন। এ সম্পদটি মাটির নিচের খনি থেকে আহরণ করা হয় বলে এটি খনিজ সম্পদ।

ঘ আলমের ব্যবহৃত সম্পদটি অর্থাৎ গ্যাস হলো খনিজ সম্পদ। গ্যাস ছাড়াও বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের খনিজ সম্পদ রয়েছে। যেমন :

১. **চীনামাটি :** এটি বাসনপত্র, সেনিটারি দ্রব্য তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।
২. **সিলিকা বালু :** এটি কাচ, রং, রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
৩. **গন্ধক :** বারুদ তৈরি, দিয়াশলাই কারখানা, তেল পরিশোধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গন্ধক প্রয়োজন হয়।
৪. **খনিজ তেল :** সিলেটের হরিপুরে খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। কলকারখানায় তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এটি ব্যবহার হয়।
৫. **তামা :** বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও তার, মুদ্রা প্রভৃতি তৈরির জন্য তামা ব্যবহার করা হয়।

উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যায়, আলমের ব্যবহৃত গ্যাস জাতীয় খনিজ সম্পদ ছাড়াও বাংলাদেশে নানা ধরনের খনিজ সম্পদ রয়েছে, যা আমাদের বহুমুখী প্রয়োজন মেটাচ্ছে।

প্রশ্ন– ৯ ▸▸ আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

আহসান দীর্ঘদিন যাবৎ একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করেন। এখান থেকে তিনি প্রতি মাসে ২০,০০০ টাকা বেতন পান। এই বেতনের টাকা থেকে তিনি ৮,০০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন এবং ১২,০০০ টাকা খরচ করেন। তার বাবা কিছুদিন আগে ১ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি মৎস্য প্রজেক্ট হাতে নেন। আহসান তার ব্যাংকে জমাকৃত টাকা থেকে বাবার প্রজেক্টে এক লাখ টাকা খরচ করেন। তার বিশ্বাস এতে তার বাবার প্রজেক্টের মৎস্য উৎপাদন বাড়বে।

ক. আয় কী? ১
খ. পানিকে মৌলিক সম্পদ বলা হয় কেন? ২
গ. আহসানের ব্যাংকে টাকা জমানোকে অর্থনীতির ভাষায় কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাবার প্রজেক্টে আহসানের টাকা খরচ করাকে বিনিয়োগ বলা যায় কি? এর পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের কোনো উপকরণ ব্যবহারের জন্য উপকরণটি বা এটির মালিক একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে অর্থ পায় তাকে আয় বলে।

খ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য হওয়ায় পানিকে মৌলিক সম্পদ বলা হয়। পানি আমাদের কৃষির জন্য অপরিহার্য। পানির যোগান কম হলে কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া আমাদের অসংখ্য নদনদী, খালবিল ও জলাশয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা। মোটকথা, দেশের কৃষিজ, বনজ, প্রাণিজ ও শক্তি সম্পদের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই পানিকে মৌলিক সম্পদ বলা হয়।

গ আহসানের ব্যাংকে টাকা জমানোকে অর্থনীতির ভাষায় সঞ্চয় বলে। মানুষ তার আয়ের যে অংশ বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখে তাকে সঞ্চয় বলে। অর্থাৎ ব্যয়যোগ্য আয় থেকে দ্রব্য ও সেবা বাবদ ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে তা যদি আয় = Y, ভোগ ব্যয় = C এবং সঞ্চয় = S হয় তাহলে সঞ্চয় হলো $S = Y - C$ এক্ষেত্রে তখনই সঞ্চয় হবে যখন $Y > C$ হবে। এটি প্রধানত আয়ের পরিমাণ, পারিবারিক দায়িত্ববোধ দূরদৃষ্টি ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। উদ্দীপকে আহসান মাসে ২০,০০০ টাকা বেতন পান। এই বেতনের টাকা থেকে তিনি ১২,০০০ টাকা খরচ করেন এবং ৮,০০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন। টাকা জমা রাখার কারণে তার বর্তমান ভোগ হ্রাস পেলেও ভবিষ্যতের নিরাপত্তা ও বিনিয়োগের সুযোগ বেড়ে যায়। তার এই জমা রাখা টাকাকে সঞ্চয় বলা হয়।

ঘ বাবার প্রজেক্টে আহসানের টাকা খরচ করাকে বিনিয়োগ বলা যায়। মানুষ আয় থেকে সঞ্চয় করে। এই সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলে। যেমন : একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি কারখানায় এক লাখ টাকার মূলধন সামগ্রী আছে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা ঐ কারখানায় ব্যবহৃত হলো। অতিরিক্ত এ পঞ্চাশ হাজার টাকা হলো বিনিয়োগ। এর মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। উদ্দীপকে আহসান মাসে ২০,০০০ টাকা আয় করে। এই আয় থেকে তিনি ১২,০০০ টাকা খরচ করে এবং ৮,০০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন। তার এ জমাকৃত টাকাকে সঞ্চয় বলা হয়। এদিকে তার বাবা এক লাখ টাকা ব্যয়ে একটি মৎস্য প্রজেক্ট করেন। এই প্রজেক্টে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আহসান তার সঞ্চয় থেকে এক লাখ টাকা খরচ করেন। এতে তার বাবার প্রজেক্টের মৎস্য উৎপাদন বাড়বে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয়, বাবার প্রজেক্টে আহসানের টাকা খরচ করাকে বিনিয়োগ বলা যায়।

প্রশ্ন– ১০ ▸▸ সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

রিয়াদ একজন দক্ষ কম্পিউটার টেকনিশিয়ান। সে যে কোনো কম্পিউটারের সমস্যা হলে খুব সহজেই তা মেরামত করতে পারে। সে এ দক্ষতা কারিগরি শিক্ষালাভের মাধ্যমে অর্জন করেছে। একবার তার বন্ধু মিজানের কম্পিউটারের হার্ডডিস্কে সমস্যা হলে সে গিয়ে মেরামত করে দিয়ে আসে।

ক. তাপ বিদ্যুৎ কাকে বলে? ১
খ. বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদের বর্ণনা দাও। ২
গ. উদ্দীপকের রিয়াদের কাছে কী ধরনের সম্পদ রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রিয়াদের সম্পদকে কি অর্থনৈতিক সম্পদ বলা যায়? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্যাস, তেল কয়লার সাহায্যে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় তাকে তাপ বিদ্যুৎ বলে।

খ প্রাণিজ সম্পদ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বাংলাদেশের সর্বত্র বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখি দেখা যায়। গৃহপালিত পশুপাখির মধ্যে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস, মুরগি প্রধান। এছাড়া সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে রয়েছে বাঘ, হাতি, হরিণ প্রভৃতি মূল্যবান জীবজন্তু ও অসংখ্য প্রজাতির পাখি। আবার নদনদী, বিল, হাওড়, পুকুর ইত্যাদি জলাশয় এবং বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন রকম মাছ পাওয়া যায়।

গ উদ্দীপকের রিয়াদের মানবিক সম্পদ রয়েছে। অর্থনীতিতে সম্পদ হলো সেসব জিনিস বা দ্রব্য যেগুলো পেতে চাইলে অর্থ ব্যয় করতে হয়। সম্পদকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। এর মধ্যে উৎপত্তির দিক থেকে সম্পদ তিন প্রকার। উদ্দীপকের রিয়াদের সম্পদটি সম্পদের উৎপত্তিগত শ্রেণিবিভাগের মানবিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মানুষের মানবীয় গুণাবলিকে মানবিক সম্পদ বলা হয়। যেমন– শারীরিক যোগ্যতা, প্রতিভা, উদ্যোগ, দৰতা, সাংগঠনিক ৰমতা ইত্যাদি মানবিক সম্পদ। উদ্দীপকে দেখা যায়, রিয়াদ একজন সুদৰ কম্পিউটার টেকনিশিয়ান। কম্পিউটারের যেকোনো সমস্যা সে খুব দ্রবত মেরামত করতে পারে। এ দৰতা সে কারিগরি শিৰালাভের মাধ্যমে অর্জন করেছে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, রিয়াদের সম্পদ মানবিক সম্পদ।

ঘ রিয়াদের সম্পদকে অর্থনৈতিক সম্পদ বলা যায় না। অর্থনীতিতে কোনো জিনিসকে সম্পদ হতে হলে তার চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। প্রথমত, উপযোগ : কোনো জিনিসের উপযোগ বলতে দ্রব্যের মানুষের প্রয়োজন বা অভাব মেটানোর ৰমতাকে বোঝায়। কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে দ্রব্যের উপযোগ সৃষ্টির ৰমতা থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, অপ্রাচুর্যতা : কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে তার পরিমাণ ও যোগান সীমিত থাকতে হবে। তৃতীয়ত, হস্তান্তরযোগ্যতা : হস্তান্তরযোগ্যতা বলতে বোঝায়, হাত বদল হওয়া। অর্থাৎ যে দ্রব্যের মালিকানা বদল বা পরিবর্তন করা যায় তাই হলো সম্পদ। যার হস্তান্তরযোগ্যতা নেই অর্থনীতিতে তাকে সম্পদ বলা হয় না। চতুর্থত, বাহ্যিকতা : যেসব দ্রব্য মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণ বোঝায় তা অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ নয়। কেননা, এর কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই। যেমন কোনো ব্যক্তির কম্পিউটারের ওপর বিশেষ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান কিংবা কারো চারিত্রিক গুণাবলিকে সম্পদ বলা হয় না। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, অর্থনৈতিক সম্পদের চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উদ্দীপকের রিয়াদের সম্পদ দুটি বৈশিষ্ট্য– উপযোগ ও অপ্রাচুর্যতা পূরণ করতে সৰম হলেও বাকি দুটি বৈশিষ্ট্য– হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা পূরণ করতে অৰম। তাই রিয়াদের সম্পদকে অর্থনৈতিক সম্পদ বলা যায় না।

প্রশ্ন– ১১ বনজ সম্পদ

বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরবত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের মোট ভূখণ্ডের ১৭ ভাগ থেকে পাওয়া যায়। শতকরা হিসেবে তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। আমাদের দেশের এ জাতীয় ভূমিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. দেশের কোথায় খনিজ তেল অনুসন্ধানের কাজ চালানো হচ্ছে? ১

খ. বাংলাদেশের কোন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে জ্বালানি হিসেবে খনিজ তেল ব্যবহৃত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন অর্থনৈতিক সম্পদ নির্দেশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সম্পদের বিস্তরণ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের উপকূলীয় এলাকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটে খনিজ তেল অনুসন্ধানের কাজ চালানো হচ্ছে।

খ বাংলাদেশে নিম্নলিখিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে খনিজ তেল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় :

১. গোয়ালপাড়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, খুলনা
২. ভেড়ামারা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, কুষ্টিয়া
৩. ঠাকুরগাঁও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র
৪. সৈয়দপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, নীলফামারী

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের বনজ সম্পদ নির্দেশিত হয়েছে। বনভূমি ও বনজ সম্পদ অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত অবস্থা ভালো রাখার জন্য যে কোনো দেশের কমপৰে ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা দরকার। কিন্তু বাংলাদেশের মোট বনভূমি মোট ভূখণ্ডের প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ যা অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। উদ্দীপকে এ তথ্যটি সন্নিবেশিত হয়েছে। সাথে সাথে উলিৱখিত হয়েছে শতকরা হিসেবে তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। যেমন : আমেরিকায় শতকরা ৩৪ ভাগ, জাপানে শতকরা ৬৩ ভাগ, বার্মায় শতকরা ৬৭ ভাগ এবং ভারতে শতকরা ২২ ভাগ বনাঞ্চল রয়েছে। উপরন্তু বাংলাদেশের সমগ্র বনভূমিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। সুতরাং উদ্দীপকে নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশের বনজসম্পদ নির্দেশিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত বনজসম্পদ তথা বনভূমির বিস্তরণ বাংলাদেশে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। পাঠ্যপুস্তক অনুসারে এ বিভাগগুলো হলো :

১. **সুন্দরবন :** খুলনা, সাতৰীরা, বাগেরহাট ও বরগুনা জেলার সমুদ্র উপকূলে এ বন অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার। এ বনাঞ্চলে সুন্দরী, গরান, গেওয়া, কেওড়া, বাইন প্রভৃতি মূল্যবান গাছ জন্মায়। সুন্দরবনে পৃথিবী বিখ্যাত বাঘ 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' এবং বিভিন্ন প্রজাতির মূল্যবান পশু-পাখি বাস করে।

২. **চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি :** এ দুটি জেলার প্রায় ১৫,৩৩৩ বর্গকিলোমিটার পাহাড়ি এলাকাজুড়ে এ বন বিস্তৃত। এ বনে সেগুন, গর্জন, গামারি, জারবল, শিমুল, চম্পা, বাঁশ, বেত প্রভৃতি গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

৩. **মধুপুর ও ভাওয়াল বনভূমি :** ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর গড় এবং গাজীপুর জেলার ভাওয়ালের গড় মিলে এ বনভূমির আয়তন প্রায় ১০৬৪ বর্গকিলোমিটার। এখানে শাল, গজারি, বনজাম, কড়ই প্রভৃতি গাছ জন্মায়।

৪. **সিলেটের বনভূমি :** এ বনভূমি সিলেট জেলায় অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ১,০৪০ বর্গকিলোমিটার। এখানে শিমুল, বনজাম, বাঁশ, বেত প্রভৃতি বহু রকমের গাছ জন্মায়।

৫. **দিনাজপুর ও রংপুরের বনভূমি :** এ বন দেশের উত্তর–পশ্চিমে দিনাজপুর ও রংপুর জেলার বরেন্দ্র ভূমিতে অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৩৯ বর্গকিলোমিটার। এখানে শাল, গজারি প্রভৃতি গাছ জন্মায়।

প্রশ্ন– ১২ পানি সম্পদ ও দ্রব্য

মন্তাজ আলীর একটি মাছ ধরার ট্রলার আছে। গভীর সমুদ্রের উত্তাল জলরাশিতে তিনি দিনের পর দিন মাছ ধরে বেড়ান। কখনো এক সপ্তাহ, কখনো দুই সপ্তাহ, কখনো এক মাস পর বাড়ি ফেরেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করতে তার ভূমিকা হয়তো তার জানাও নেই।

ক. দ্রব্য বলতে আমরা সাধারণত কোন ধরনের সম্পদকে বুঝে থাকি? ১

খ. তাপশক্তি সৃষ্টিতে বাংলাদেশে প্রচলিত জ্বালানি কোনগুলো? ২

গ. মন্তাজ আলীর সাথে সংশিৱষ্ট বস্তুগত সম্পদগুলোর দ্রব্যের প্রকৃতি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে নির্ণয় কর। ৩

ঘ. মন্তাজ আলীর অর্থনৈতিক কাজের দ্বারা ইঙ্গিতকৃত সম্পদ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কতটা ভূমিকা রাখতে পারে? মূল্যায়ন কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্রব্য বলতে আমরা সাধারণত শুধু বস্তুগত সম্পদকে বুঝে থাকি।

খ তাপশক্তি সৃষ্টিতে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক জ্বালানি ব্যবহৃত হয়। যেমন : ১. কাঠ; ২. খড়; ৩. গোবর; ৪. পাটখড়ি; ৫. তুষ; ৬. পাতা ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকের মন্তাজ আলীর সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তুগত সম্পদগুলো হচ্ছে :

১. ট্রলার; ২. মাছ; ৩. সমুদ্রের পানি; ৪. বাড়ি।

এ সম্পদগুলোর দ্রব্যগত প্রকৃতি নির্ণয় করা হলো :

১. **ট্রলার** : এটি ভোগ্যদ্রব্য। ভোগ বা ব্যবহারের মাধ্যমে যেসব দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করা হয় সেগুলোকে ভোগ্যদ্রব্য বলে। যেমন : গাড়ি, বস্ত্র ইত্যাদি।

২. **মাছ** : এটি অস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য। যেসব ভোগ্যদ্রব্য স্বল্পকালে ভোগ করা যায় এবং কোনো ক্ষেত্রে একবার মাত্র ভোগ করা যায় তাকে অস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য বলে। যেমন : খাদ্য, বস্ত্র, তরিতরকারি ইত্যাদি।

৩. **সমুদ্রের পানি** : এটি অবাধলভ্য দ্রব্য। যেসব দ্রব্য বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলে। এসব দ্রব্য প্রকৃতিতে অবাধে পাওয়া যায় এবং এর যোগান থাকে সীমাহীন। যেমন : আলো, বাতাস, নদীর পানি ইত্যাদি।

৪. **বাড়ি** : এটি স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য। যেসব ভোগ্যদ্রব্য দীর্ঘকাল ধরে ভোগ করা যায় তাকে স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য বলে। যেমন : ফ্রিজ, গাড়ি, ঘরবাড়ি, জমি, খেলার মাঠ ইত্যাদি।

ঘ উদ্দীপকের মন্তাজ আলী গভীর সমুদ্রে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। অর্থাৎ তার অর্থনৈতিক কাজ দেশের গুরুত্বপূর্ণ পানি সম্পদকে নির্দেশ করে। পানি সম্পদ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পানি একটি মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ যা প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। দেশের কৃষিজ, বনজ, প্রাণিজ ও শক্তি সম্পদের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ প্রয়োজন। বাংলাদেশে পানির উৎস প্রধানত তিনটি, যথা : ১. নদনদী, খালবিল, পুকুর ও সমুদ্র, ২. বৃষ্টিপাত এবং ৩. ভূগর্ভস্থ পানি। এ তিনটি উৎসের পানি আমাদের কৃষির জন্য অপরিহার্য। পানির যোগান কম বা বেশি হলে কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সমুদ্র এলাকায় রয়েছে মাছ ও অন্যান্য জলজ সম্পদ। নদীর স্রোত থেকে উৎপন্ন হয় পানি বিদ্যুৎ। আমাদের অসংখ্য নদনদী, খালবিল ও জলাশয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ দেশের যাতায়াত ব্যবস্থা ও ব্যবসা–বাণিজ্য। নদনদীর পানি ও বৃষ্টিপাত দেশের আবহাওয়া ও পরিবেশের জন্য অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করে। পানি সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাড়বে।

প্রশ্ন– ১৩ ▸▸ আয় ও সঞ্চয়

লিমন সাহেব মাসে ২৫,০০০ টাকা আয় করেন। তিনি তার আয় থেকে পারিবারিক চাহিদাসহ আনুষঙ্গিক চাহিদা পূরণ করে বাকি ১০,০০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন। এভাবে তার পাঁচ লাখ টাকা জমা হলে তিনি একটি গরুর খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন।

ক. অবাধলভ্য দ্রব্য কাকে বলে? ১

খ. সুযোগ ব্যয় অর্থনীতিতে কেমন ভূমিকা পালন করে? ২

গ. উদ্দীপকের লিমন সাহেবের সঞ্চয় প্রবণতা কীসের ওপর নির্ভর করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. লিমন সাহেবের উদ্যোগটি অর্থনীতিতে অবদান রাখে কি? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব দ্রব্য বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলে।

খ সুযোগ ব্যয় অর্থনীতিতে বহুল ব্যবহৃত একটি ধারণা। কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্য আরেকটি জিনিস ত্যাগ করার নামই হলো সুযোগ ব্যয়। যেমন– একটি জমিতে ধান চাষ করলে বিশ মন ধান উৎপাদন করা যায়। ঐ জমিতে যদি পাট চাষ করা যায়, তবে দশ মণ পাট উৎপাদন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে বিশ মণ ধানের সুযোগ ব্যয় হলো দশ মণ পাট। সুযোগ ব্যয় অর্থনীতিতে এমন একটা অবস্থা নির্বাচন করে দেয়, যেখানে সীমিত সম্পদের অপচয় না করে সমাজের সর্বোচ্চ উপকার সাধিত হয়।

গ উদ্দীপকের লিমন সাহেবের সঞ্চয়প্রবণতা আয়ের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। মানুষ আয় করে ভোগ করার জন্য। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে অর্জিত আয়ের পুরোটাই মানুষ ভোগ করে না। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আয়ের একটা অংশ রেখে দেয় কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। উক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গচ্ছিত অর্থই হলো সঞ্চয়। উদ্দীপকের লিমন সাহেব প্রতি মাসে ২৫,০০০ টাকা আয় করেন। আনুষঙ্গিক খরচসহ তার পরিবারের খরচ বহনের পর একটি নির্দিষ্ট ব্যাংকে প্রত্যেক মাসে ১০,০০০ টাকা জমা রাখেন। তিনি এ টাকা জমা রাখতে পারেন তার আয়ের পরিমাণ বেশি বলে। সঞ্চয়ের এ ধারণাটির সমীকরণ হলো $S = Y - C$ (যখন $Y > C$)। এখানে, S = সঞ্চয়, Y = আয়, C = ভোগ ব্যয় বোঝানো হয়েছে। মূলত, লিমন সাহেবের সঞ্চয় নির্ভর করে তার পারিবারিক দায়িত্ববোধ, দূরদৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদির ওপর। লিমন সাহেব ভবিষ্যতে তার পরিবারের দায়িত্ব ও দায়–ভারের কথা চিন্তা করে সঞ্চয় করেন। এছাড়া তার সঞ্চয় করার ফলে পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তার পাশাপাশি আর্থিক নিশ্চয়তাও পায়। সুতরাং বলা যায় যে, আয়ের পরিমাণের ওপর লিমন সাহেবের সঞ্চয় প্রবণতা নির্ভর করে।

ঘ লিমন সাহেবের উদ্যোগটি প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখে। মানুষ আয় থেকে সঞ্চয় করে থাকে। সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলে। উদ্দীপকে লিমন সাহেব জমা রাখার মাধ্যমে ৫,০০,০০০ টাকা সঞ্চয় করেছেন। তিনি সঞ্চিত ৫ লাখ টাকা দিয়ে গরুর খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছেন। এর ফলে তার নব প্রতিষ্ঠিত খামারে কিছু সংখ্যক লোকের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তার এলাকার বেকারত্ব হ্রাস পাবে। লিমন সাহেবের ব্যাংকে টাকা জমা রাখার উদ্যোগের ফলে ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উক্ত আমানত বা তার সঞ্চিত অর্থ তিনি বিনিয়োগ করতে সমর্থ হয়েছেন। এতে জাতীয় মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। লিমনের গরুর খামারের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে। কেননা, গরুর চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখা যায়। শুধু তাই নয় তিনি তার খামার থেকে প্রাপ্ত আয় হতে পুনরায় সঞ্চয় করে তার মূলধন গঠন করতে পারেন। তার উক্ত মূলধন তিনি অন্য কোনো খাতে বিনিয়োগ করে কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা রেখে দেশের জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে একজন অংশীদার হতে পারবেন। পরিশেষে বলা যায়, লিমন সাহেব সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন গড়ে তুলে এবং তা বিনিয়োগ করার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

প্রশ্ন– ১৪ ▸▸ অর্থনৈতিক সম্পদ

জমির উদ্দীন একজন কৃষক। তিনি কৃষি কাজের মাধ্যমে বেশ ভালোভাবেই তার জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি তার জমির পাশে বয়ে চলা নদী থেকে সেচের জন্য যথেষ্ট পানি পেয়ে থাকেন। এছাড়া তার এলাকার আবহাওয়া কৃষির জন্য সহায়ক। ফলে জমির উদ্দীন ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

ক. বাংলাদেশের পানির প্রধান উৎস কয়টি? ১
খ. দ্রব্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জমির উদ্দীনের জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে তাকে কোন কোন সম্পদ সাহায্য করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য কৃষির গুরুত্ব কতখানি বলে তুমি মনে কর? উদ্দীপকের আলোকে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের পানির প্রধান উৎস ৩টি।

খ দ্রব্য বলতে সাধারণত শুধু বস্তুগত সম্পদকে বোঝায়। যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, বই, কলম, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে এমন অনেক দ্রব্য আছে যা অবস্তুগত দ্রব্য। যেমন– আলো বাতাস, নদীর পানি ইত্যাদি। তাই মানুষের অভাব মিটাবার ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তুগত ও অবস্তুগত সব জিনিসকে দ্রব্য বলা যায়। অর্থাৎ যে জিনিসের উপযোগ আছে অর্থনীতিতে তাই দ্রব্য বলে বিবেচিত হয়।

গ জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে জমির উদ্দীনকে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ সাহায্য করে। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন ইত্যাদিতে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া দারিদ্র্য নিরসনের দ্বারা কৃষি দেশের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। তাই বর্তমানে কৃষিখাতকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উদ্দীপকে জমির উদ্দীন কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু তাকে অনেক সাহায্য করে থাকে। এদেশের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রয়েছে পলি সমৃদ্ধ উর্বর কৃষিক্ষেত্র। বাংলাদেশের উর্বর জমি, অনুকূল আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, নদনদী ইত্যাদি কৃষি উন্নয়নের সহায়ক। জমির উদ্দীন এ ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের অনুকূলে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত হলো কৃষি। বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। এদেশের অধিকাংশ লোক কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল। উদ্দীপকে বর্ণিত জমির উদ্দীনের মতো আমাদের দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এদেশে প্রায় ২ কোটি ২২ লক্ষ একর চাষযোগ্য কৃষি জমি আছে। এদেশের কৃষিক্ষেত্রে ধান, গম, ডাল, আলু, তেলবীজ, ফলমূল প্রভৃতি খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়। এছাড়া পাট, ইক্ষু, চা, তামাক, রেশম প্রভৃতি অর্থকরী ফসল উৎপাদন হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা। এ খাতের অন্যান্য উপাদান হলো ফসল, পশুসম্পদ, মৎস্য সম্পদ ও বনজ সম্পদ। গত কয়েক বছর ধরে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত আছে। জাতীয় আয়ের প্রায় ২১ ভাগ কৃষি থেকে আসে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো কৃষি।

প্রশ্ন– ১৫ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি

বাবার দরিদ্রতার কারণে রোমেল ও সোহেল শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। অশিক্ষিত হওয়ায় তারা কাজ করতে চাইলেও ভালো কোনো কাজ পায় না। পারিবারিক চাহিদা পূরণের জন্য অবশেষে সোহেল বাবার জমিতে কৃষিকাজ শুরু করে। জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলিয়ে সে তার অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়। কিন্তু রোমেল তার অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের জন্য পাড়ার অন্যান্য বখাটে ছেলেদের সাথে ছিনতাইয়ে লিপ্ত হয়।

ক. মূলধনী দ্রব্য কাকে বলে? ১
খ. বনজ সম্পদকে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয় কেন? ২
গ. সোহেলের কাজটি কী ধরনের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'সোহেল ও রোমেলের উদ্দেশ্য এক হলেও উভয়ের কাজের ধরনে ভিন্নতা রয়েছে'– মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব উৎপাদিত দ্রব্য অন্য দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে তাকে মূলধনী দ্রব্য বলে।

খ প্রকৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য বনজ সম্পদকে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়। বনভূমি বা বনজসম্পদ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। বনভূমির পরিমাণ বেশি হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কম হয়। এছাড়া বনজ সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাণীর তথা মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বনজ সম্পদ অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই বনজ সম্পদকে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়।

গ সোহেলের কাজটি অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা হলো দ্রব্যসামগ্রীর অভাব পূরণ করা। জীবিকা সংগ্রহের জন্য মানুষ যে কার্যাবলি করে থাকে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলা হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবনধারণের জন্য তা ব্যয় করে। যেমন– শ্রমিকরা কলকারখানায় কাজ করে, ডাক্তার রোগীদের চিকিৎসা করে এবং শিল্পপতিরা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। উদ্দীপকে সোহেল অশিক্ষিত হওয়ার কারণে কাজ করতে চাইলেও কাজ পায় না। অবশেষে জীবিকা নির্বাহের জন্য সে বাবার জমিতে কৃষিকাজ শুরু করে। কৃষি জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলিয়ে সে তার অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়। অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য যেসব বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন সোহেলের কাজে যেসব বৈশিষ্ট্য উপস্থিত। তাই বলা যায়, সোহেলের কাজটি অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ 'সোহেল ও রোমেলের উদ্দেশ্য এক হলেও উভয়ের কাজের ধরনে ভিন্নতা রয়েছে'– মন্তব্যটি যথার্থ। মানুষ জীবিকা সংগ্রহের জন্য যে কার্যাবলি করে থাকে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলা হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবনধারণের জন্য তা ব্যয় করে। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা হলো দ্রব্যসামগ্রীর অভাব পূরণ করা। এই বিবেচনায় সোহেলের কাজ অর্থনৈতিক কার্যাবলির পর্যায়ভুক্ত। কারণ তিনি যা উপার্জন করেন তা দিয়ে পরিবারের সকল চাহিদা পূরণ করেন। অপরপক্ষে যেসব কাজে সমাজে বিরূপ ফল বয়ে আনে বা সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেসব কাজ অর্থনৈতিক কাজ নয়। এসব কাজকে অ–অর্থনৈতিক কাজ বলা হয়। রোমেল অভাব পূরণের জন্য ছিনতাই নামক একটি নেতিবাচক কাজকে গ্রহণ করেছে। যা সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। রোমেল ও সোহেল দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা পূরণের জন্য কাজ করলেও সোহেলের কাজটি অর্থনৈতিক এবং রোমেলের কাজটি অ–অর্থনৈতিক। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত মন্তব্যটি সঠিক।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১৬ অর্থনৈতিক সম্পদ

'ক' সেট	'খ' সেট

১. গম ও চাল	১. আলো
২. কবির প্রতিভা	২. নদীর পানি
৩. মরুভূমির বালি	৩. টেবিল
	৪. জমি
	৫. অলঙ্কার
	৬. যন্ত্রপাতি

ক. সম্পদের বৈশিষ্ট্য কয়টি? ১

খ. অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কোন সব উৎস থেকে শক্তি উৎপাদনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে? ২

গ. 'খ' সেটের কোনটি কোন প্রকারের দ্রব্য? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' সেটের উপাদান সবগুলোই সম্পদ নয়– অর্থনীতির ভাষায় ব্যাখ্যা কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্পদের বৈশিষ্ট্য চারটি।

খ বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বায়ুপ্রবাহ, সৌর তাপ ও জৈব গ্যাসকে শক্তি উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে আণবিক শক্তির ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের এসব উৎস থেকে শক্তি উৎপাদনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

গ 'খ' সেটে ৬টি উপাদান রয়েছে। এগুলো কোন প্রকৃতির দ্রব্য তা ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা হলো :

১. **আলো** : আলো হলো অবস্তুগত দ্রব্য। কারণ তা দেখা যায় না। যদিও এর অস্তিত্ব রয়েছে।
২. **নদীর পানি** : নদীর পানি হলো অবাধলভ্য দ্রব্য, কারণ এর যোগান সীমাহীন এবং এর জন্য মূল্য দিতে হয় না।
৩. **টেবিল** : টেবিল হলো অর্থনৈতিক দ্রব্য, কারণ এর যোগান সীমাবদ্ধ।
৪. **জমি** : জমি হলো স্থায়ী দ্রব্য, কারণ তা দীর্ঘকাল ভোগ করা যায়।
৫. **অলংকার** : অলংকার হলো অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য, কারণ তা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য স্বল্পকালে ব্যবহার করা হয়।
৬. **যন্ত্রপাতি** : যন্ত্রপাতি হলো মূলধনী দ্রব্য, কারণ তা সরাসরি ভোগের কাজে না লেগে অধিক উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

ঘ 'ক' সেটের সব উপাদানই অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ নয়। সম্পদের চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন : উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, হস্তান্তরযোগ্য, বাহ্যিকতা। কোনো জিনিসকে সম্পদ হতে হলে তার মধ্যে এই চারটি বৈশিষ্ট্যই থাকা আবশ্যক। সম্পদের এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়গুলো সম্পদ কিনা তা ব্যাখ্যা করা হলো :

১. **গম ও চাল** : গম ও চালের উপযোগ আছে। চাহিদার তুলনায় এগুলোর যোগান সীমিত। এগুলো বাহ্যিক ও হস্তান্তরযোগ্য। এগুলোতে সম্পদের চারটি বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। তাই এগুলো সম্পদ।
২. **কবির প্রতিভা** : কবির প্রতিভার উপযোগ রয়েছে এবং এটা দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু মানুষের অন্তর্নিহিত বলে এগুলোর বাহ্যিকতা ও হস্তান্তরযোগ্যতা নেই। বাহ্যিকতা ও হস্তান্তরযোগ্যতা নেই বলে কবির প্রতিভা সম্পদ হিসেবে গণ্য হয় না।
৩. **মরুভূমির বালি** : মরুভূমির বালির উপযোগ, বাহ্যিকতা ও হস্তান্তরযোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় এর যোগান অনেক বেশি বলে এর অপ্রাচুর্যতা নেই। অতএব, মরুভূমির বালি সম্পদ নয়।

সৌমেন নাথ একজন নাপিত। পিতার মৃত্যুর পর সে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ২ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে একটি সেলুন খুলল। সেখানে সে কয়েকজন লোককে কাজ দিল; সেখানে তার নিজেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলো। সেলুনের কাজ দেশের সেবাকর্মের যোগানও বাড়াতে সাহায্য করল।

ক. বাংলাদেশে পানির উৎস প্রধানত কয়টি? ১

খ. অ–অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে কী বোঝ? ২

গ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সৌমেনের পেশা ব্যতীত কৃষিবহির্ভূত ১০টি অর্থনৈতিক কার্যাবলি উল্লেখ করে একটি তালিকা তৈরি কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের অনুরূপ তিনটি ক্ষেত্র উল্লেখ কর যা প্রমাণ করে 'বিনিয়োগ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনে।' ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে পানির উৎস প্রধানত তিনটি।

খ যেসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না এবং তা জীবনধারণের জন্য ব্যয় করা যায় না তাকে অ–অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলা হয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড মানুষের অভাব পূরণ করলেও অর্থ উপার্জনে ভূমিকা রাখতে পারে না। যেমন– পিতামাতার সন্তান লালন–পালন, শখেরবশে খেলাধুলা করা ইত্যাদি অ–অর্থনৈতিক কাজের উদাহরণ। এছাড়া যেসব কাজে সমাজে বিরূপ ফল বা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেসব কাজ অর্থনৈতিক কাজ নয়। যেমন– সমাজ বিরোধী কাজ।

গ সৌমেন নাপিত পেশার সাথে জড়িত। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিবহির্ভূত এরূপ ১০টি অর্থনৈতিক কার্যাবলির একটি তালিকা উল্লেখ করা হলো :

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিবহির্ভূত কার্যাবলি–

১. দর্জি; ২. কামার; ৩. কর্মকার; ৪. স্বর্ণকার; ৫. তাঁতি; ৬. কাঠুরিয়া; ৭. ফেরিওয়ালা; ৮. কবিরাজ; ৯. ডাক্তার; ১০. মিস্ত্রি। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অত্যন্ত বিচিত্র ধরনের। অতি প্রাচীন কাল ধরে বিচিত্র এ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এদেশের মানুষ সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ঘ 'বিনিয়োগ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনে' উদ্দীপকে উলিরখিত এরূপ তিনটি ক্ষেত্র হতে পারে :

১. ধরা যাক, একটা পরাস্টিকের কারখানা করতে গিয়ে ২৫ লাখ টাকা বিনিয়োগ করা হলো। এ কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। সেখানে উৎপাদিত দ্রব্য লোকের পরাস্টিকের বাসনপত্রের চাহিদা অনেকটা পূরণ করবে।
২. ধরা যাক, একটি সার কারখানা করতে গিয়ে কোনো উদ্যোক্তা ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলেন। কারখানায় সার উৎপাদিত হলে তা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। ফলে কৃষিনির্ভর শিল্পগুলো সস্তায় তাদের কাঁচামাল পাবে। সার আমদানিতে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় না করে তা অন্য কাজে ব্যয় করা যাবে।
৩. মনে করি, আয়নাল একটি বুটিক শপে ৩০ লাখ টাকা বিনিয়োগ করলেন। দুই বছর পর এ শপে বাড়তি কিছু লোকেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলো। অতিরিক্ত বিনিয়োগ ও কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রমে এই শপের পোশাক দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশের বাজারেও স্থান করে নিল। ফলে ব্যক্তিগত ও জাতীয়ভাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নে সহায়তা করল।

উপরিউক্ত উদাহরণের নিরিখে বলা যায়, 'বিনিয়োগ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনে'।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ১৮ সনম্পদের ধারণা

আমাদের এ পৃথিবীতে সম্পদের যোগান সীমিত। তাই সম্পদ ব্যবহারে আমাদের যেমন যত্নশীল হওয়ার প্রয়োজন তেমনি সম্পদ সৃষ্টিতেও হওয়া উচিত তৎপর। উন্নত দেশসমূহের জনগণ এ কাজে অধিক সফলতা অর্জন করতে সৰম হবার কারণেই তারা বিত্তশালী হতে পেরেছে। আমাদের চারপাশে এমন বস্তু বা ধারণা রয়েছে যার যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্পদ সৃষ্টিতে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ক. বাংলাদেশে চাষযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ কত? ১

খ. বাংলাদেশের খনিজ সম্পদগুলোর নাম লেখ। ২

গ. মানুষ কীভাবে সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. আমাদের দেশে কোন ধরনের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার একান্ত আবশ্যক বলে তুমি মনে কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে চাষযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ ২ কোটি ১৭ লৰ একর।

খ বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের নাম নিচে প্রদত্ত হলো–

১. প্রাকৃতিক গ্যাস ২. চুনাপাথর ৩. চীনামাটি ৪. কয়লা ৫. কঠিন শিলা ৬. সিলিকা বালি ৭. গন্ধক ৮. খনিজ তেল ৯. তামা ১০. নুড়িপাথর ১১. অন্যান্য খনিজ পদার্থ– মোনাজাইট, জিরকন, মেগনেটাইট প্রভৃতি খনিজ পদার্থ পাওয়া গেছে। তাছাড়া মৌলভীবাজারের কুলাউড়া পাহাড়ে ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ উৎপাদিত বা মনুষ্য সৃষ্ট সম্পদ ব্যাখ্যা কর।

ঘ সমষ্টিগত সম্পদ ও জাতীয় সম্পদ এবং আন্তর্জাতিক সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ১৯ আয়–সঞ্চয়–বিনিয়োগ

রাব্বি একটি সুতা তৈরির কারখানায় মাসিক ১২ হাজার টাকা বেতনে চাকরি করে। সে তার বেতন থেকে প্রতি মাসে কিছু টাকা তার এক বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে জমা রাখে। কিছুদিন পর এই জমানো টাকা দিয়ে রাব্বি তার বাবাকে একটি পোল্ট্রি ফার্ম করে দেয়। বর্তমানে তার বাবার পোল্ট্রি ফার্মে পাঁচজন শ্রমিক কাজ করে। এখান থেকে রাব্বির বাবা পূর্বের তুলনায় অনেক গুণ অর্থ আয় করে থাকেন।

ক. অবাধলভ্য দ্রব্য কাকে বলে? ১

খ. অর্থনীতিতে হস্তান্তরযোগ্যতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রাব্বির কর্মকাণ্ড অর্থনীতির কোন বিষয়গুলোকে প্রকাশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'রাব্বির কাজে প্রমাণিত হয় বিনিয়োগ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রধান চালিকা শক্তি'– মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূ পণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব দ্রব্য বিনা পরিশ্রমে এবং বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলে।

খ সম্পদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো হস্তান্তরযোগ্যতা। হস্তান্তরযোগ্য বলতে বোঝায় হাত বদল হওয়া। অর্থাৎ, যে দ্রব্যের মালিকানা বদল বা পরিবর্তন করা যায় তাই হলো সম্পদ। যেমন : একখণ্ড জমি স্থানান্তরযোগ্য না হলেও মালিকানা পরিবর্তন করা যায় বলে জমি সম্পদ। কিন্তু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভাকে অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ বলা যাবে না। কারণ তার প্রতিভাকে হস্তান্তর বা মালিকানায় বদল করা সম্ভব নয়। এজন্য এ ধরনের বিষয় সম্পদ নয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ আয় ও সঞ্চয় বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ বিনিয়োগ সম্পর্কে আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২০ কৃষি ও অন্যান্য বিষয়ের অর্থনীতির কার্যাবলি

১. জমি চাষ	৮. স্বর্ণের অলঙ্কার তৈরি করা
২. ফসল কাটা	৯. মাছ চাষ
৩. ফসল বিক্রয়	১০. মাছ ধরা
৪. পশুপালন	১১. হাঁস–মুরগির খামার করা
৫. খেলনা তৈরি	১২. ফলমূল উৎপাদন
৬. মিষ্টি তৈরি	১৩. তরিতরকারি বিক্রয়
৭. কাঠ কাটা	

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলির তালিকা

ক. বাংলাদেশ কোন ধরনের দেশ? ১

খ. মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদের শ্রেণিবিভাগ কতটি? ২

গ. উপর্যুক্ত তালিকা থেকে কৃষির অন্তর্ভুক্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলি চিহ্নিত করে একটি তালিকা তৈরি কর। ৩

ঘ. 'উপরের তালিকায় কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ অনুপস্থিত'– মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূ পণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

খ মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. **ব্যক্তিগত সম্পদ** : নিজের জমি, ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র ইত্যাদি ব্যক্তিগত সম্পদের উদাহরণ।

২. **সমষ্টিগত সম্পদ** : রাস্তাঘাট, পার্ক, চিড়িয়াখানা, ডাকঘর, হাসপাতাল ইত্যাদি হলো সমষ্টিগত সম্পদের উদাহরণ।

৩. **জাতীয় সম্পদ** : জনগণের দৰতা, প্রাকৃতিক গ্যাস, পানি সম্পদ প্রভৃতি জাতীয় সম্পদের উদাহরণ।

৪. **আন্তর্জাতিক সম্পদ** : সাগর, মহাসাগর, আন্তর্জাতিক নদী ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সম্পদ।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে।

ঘ কৃষি ব্যতীত অর্থনীতির অন্যান্য দিক সম্পর্কে আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২১ অর্থনৈতিক কার্যাবলির ধারণা

সিয়াম ও জায়িদ দুই ভাই। সিয়াম পেশায় ডাক্তার। অন্যদিকে জায়িদ খুবই ধার্মিক। সে সর্বদা ধর্মচর্চায় নিয়োজিত থাকে। তারা দুজনেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে অন্যের সেবা করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা দুজনেই দায়িত্বশীল।

ক. বাংলাদেশের একটি শক্তি সম্পদের নাম লেখ। ১
খ. অর্থনীতির ভাষায় কবি নজরবলের প্রতিভা কেন সম্পদ নয়? ২
গ. সিয়ামের কাজটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জায়িদের কর্মকাণ্ডকে কাজ বলা যায় কি? মতের পবে যুক্তি দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি শক্তি সম্পদ।

খ অর্থনীতির ভাষায় কবি নজরবলের প্রতিভা সম্পদ নয়। কারণ কবি নজরবলের প্রতিভা তার অন্তর্নিহিত গুণ। এ গুণ কবির মানবিক সম্পদ। এ গুণের হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা নেই বলে অর্থনীতিতে সম্পদ বলা হয় না।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ ব্যাখ্যা কর।

ঘ অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২২ অর্থনৈতিক কার্যাবলি

মেরি গোমেজ একজন নার্স। সে শহরের একটি হাসপাতালে শিশু ওয়ার্ডে কাজ করে। সে শিশুদের সান্নিধ্য বেশ উপভোগ করে। দিনের শেষে সে যখন বাড়ি ফিরে আসে তখন তার দুই সন্তান বৃষ্টি ও সৃষ্টিকে লালনপালন ও দেখাশোনা করে।

ক. অর্থনৈতিক কার্যাবলি কী? ১
খ. বাংলাদেশের খনিজ সম্পদগুলোর নাম লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মেরি গোমেজের পেশাটি কি অর্থনৈতিক কার্যাবলি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মেরি গোমেজের সন্তানের দেখাশোনা করা এবং হাসপাতালে শিশুদের দেখাশোনা করার মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি? বিশেরষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ জীবিকা সংগ্রহের জন্য যে কার্যাবলি করে থাকে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলা হয়।

খ বাংলাদেশের খনিজ সম্পদগুলো হলো, প্রাকৃতিক গ্যাস, চুনাপাথর, চীনামাটি, কয়লা, কঠিন শিলা, সিলিকা বালু, গন্ধক, খনিজ তেল, তামা ইত্যাদি।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে।

ঘ অ–অর্থনৈতিক কার্যাবলি বিষয়ে জানতে হবে।

প্রশ্ন– ২৩ সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

সাগরের সম্পদ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব ছিল। সে ভাবতো শুধুমাত্র ধন, সম্পত্তি, জমি ইত্যাদি হলো সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বর্তমানে সম্পদ সম্পর্কে তার ধারণা স্বচ্ছ হয়েছে। আগে সে ভাবতো শুধুমাত্র বস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অবস্তুগত দ্রব্যসামগ্রীও যে সম্পদের অন্তর্ভুক্ত তা সে জানত না। বর্তমানে তার এ ভ্রান্ত ধারণার পরিবর্তন এসেছে।

ক. সম্পদ কী? ১
খ. কৃষি সম্পদ সম্পর্কে ধারণা দাও। ২
গ. সাগরের পূর্বের ধারণার আলোকে সম্পদ বিবেচনা করতে হলে সম্পদের কোন ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সাগরের বর্তমান ধারণার আলোকে মালিকের ভিত্তিতে সম্পদের শ্রেণিবিভাগ বিশেরষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির ভাষায় সকল প্রকার অর্থনৈতিক দ্রব্যকেই সম্পদ বলে।

খ বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রয়েছে পলি সমৃদ্ধ উর্বর কৃষিবেত্র। আমাদের জমির উর্বরতা, অনুকূল আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, নদনদী প্রভৃতি কৃষি উৎপাদনের সহায়ক। এ দেশে প্রায় ২ কোটি ১৭ লব একর চাষযোগ্য কৃষিজমি রয়েছে। আমাদের কৃষিবেত্রে ধান, গম, ডাল, আলু, তৈলবীজ, ফলমূল প্রভৃতি খাদ্যশস্য এবং পাট, ইক্ষু, চা, তামাক, রেশম প্রভৃতি অর্থকরী ফসল উৎপন্ন হয়। এ সবই আমাদের কৃষিসম্পদ।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ অর্থনৈতিক সম্পদের বর্ণনা।

ঘ সম্পদের শ্রেণিবিভাগের বর্ণনা।

প্রশ্ন– ২৪ সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

গম, চাল, ল্যাপটপ, কবির প্রতিভা, কম্পিউটারের অভিজ্ঞতা, মরবভূমির বালি।

ক. সম্পদের বৈশিষ্ট্য কয়টি? ১
খ. সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। ২
গ. সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনার মাধ্যমে উদ্দীপকে উলিরখিত অর্থনৈতিক সম্পদগুলো চিহ্নিত কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যেগুলো অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ নয় সেগুলো কেন সম্পদ নয় কারণ বিশেরষণ কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্পদের বৈশিষ্ট্য চারটি।

খ অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্যকে সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হতে হলে এর চারটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। যেমন : (i) উপযোগ, (ii) অপ্রাচুর্যতা, (iii) হস্তান্তরযোগ্যতা ও (iv) বাহ্যিকতা।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ সম্পদের শ্রেণিবিভাগ উলেরখ কর।

ঘ অর্থনৈতিক সম্পদের বর্ণনা কর।

প্রশ্ন– ২৫ সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

সিমু দশম শ্রেণিতে পড়ে। সকালে সে স্কুলে যাবার সময় ডিম, রবটি ও ফল দিয়ে নাস্তা করে। এরপর ব্যাগে বইখাতা গুছিয়ে গাড়িতে করে স্কুলে যায়। বিকেলে সে পার্কে মুক্ত আলো–বাতাসে বেড়াতে যায়। অবসরে সে গান শোনে, গল্পের বই পড়ে। পড়তে বসার সময় সে চা ও রাতে শোবার সময় দুধ পান করে। এতে তার মনোযোগ বাড়ে ও স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

ক. অস্থায়ী দ্রব্য কী? ১

খ. অবাধলভ্য দ্রব্য ও অর্থনৈতিক দ্রব্যের পার্থক্য দেখাও। ২

গ. সিমু প্রতিদিন যেসব খাদ্য গ্রহণ করে সেগুলো কোন ধরনের দ্রব্য তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সিমুর ব্যবহৃত দ্রব্যের আলোকে দ্রব্যের শ্রেণিবিভাগ করে সেগুলো আলোচনা কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব ভোগ্যদ্রব্য স্থায়ীভাবে কোথাও অবস্থান করে না তাকে অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য বলে।

খ অবাধলভ্য দ্রব্য ও অর্থনৈতিক দ্রব্যের পার্থক্য নিচে দেখানো হলো–

অবাধলভ্য দ্রব্য	অর্থনৈতিক দ্রব্য
যেসব দ্রব্য বিনা পরিশ্রমে এবং বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলে।	যেসব দ্রব্য পাওয়ার জন্য মানুষকে মূল্য প্রদান করতে হয় তাকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলা হয়।
উদাহরণ– আলো, বাতাস, নদীর পানি ইত্যাদি।	উদাহরণ– খাদ্য, বস্ত্র, বই, কলম, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ অস্থায়ী দ্রব্য কী তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ দ্রব্যের শ্রেণিবিভাগ বিশেষণ কর।

প্রশ্ন– ২৬ অর্থনৈতিক সম্পদের বিবরণ

রমা শিক্ষকের বর্ণনায় দেশের এমন একটি প্রাকৃতিক সম্পদের কথা শুনেছে যা প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য এবং দেশের খাদ্য উৎপাদনের সাথে উক্ত সম্পদটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আবার শিক্ষক তাদের আরও বললেন প্রাকৃতিক সম্পদের পাশাপাশি মালিকানাভিত্তিক সম্পদও একটি দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ক. মূলধনী দ্রব্য কী? ১

খ. নদীর পানি কী ধরনের দ্রব্য? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের শেষে শিক্ষক যে সম্পদের কথা বলেছেন তা তালিকা আকারে লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রথমে শিক্ষক যে সম্পদের কথা বলেছেন সেই সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহার আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি কীভাবে বাড়াবে তা বিশেষণ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সমস্ত দ্রব্য প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করা হয় না কিন্তু তা ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে, তাকে মূলধনী দ্রব্য বলে।

খ 'নদীর পানি' অবাধলভ্য দ্রব্য। যে সমস্ত দ্রব্য বিনা পরিশ্রম ও বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাদেরকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলা হয়। অবাধলভ্য দ্রব্যের যোগান চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি হয়। নদীর পানির যোগান যেহেতু চাহিদার তুলনায় বেশি এবং এটি বিনামূল্যে পাওয়া যায় সেহেতু এটি অবাধলভ্য দ্রব্য।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ অর্থনৈতিক কার্যাবলির বর্ণনা দাও।

ঘ অর্থনৈতিক সম্পদের বিবরণ দাও।

প্রশ্ন– ২৭ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদের বিবরণ

সায়েম, বাচ্চু ও সজিব তিন বন্ধু। তবে তাদের পেশায় কোনো মিল নেই। সায়েম কৃষিকাজ, বাচ্চু ব্যাংকে ক্যাশিয়ার এবং সজিব এক পাটকলে ফোরম্যানের কাজ করে। তাদের ধারণা তাদের কাজ ছোট হলেও তারা তাদের কাজের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

ক. বিনিয়োগ কী? ১

খ. পানি সম্পদের গুরুত্ব কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বাচ্চু ও সজিবের কাজের মতো আরও কৃষি–বহির্ভূত কাজগুলো উল্লেখ করে তার বিবরণ দাও। ৩

ঘ. তিন বন্ধুর পেশার মতো বাংলাদেশে জনগণের প্রধান অর্থনৈতিক পেশাসমূহ তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলে।

খ পানি একটি মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ। এদেশে পানি সম্পদের গুরুত্ব নিম্নরূপ : প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য পানি অপরিহার্য। দেশের কৃষিজ, বনজ, প্রাণিজ ও শক্তি সম্পদের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ প্রয়োজন। কৃষিকাজের জন্যে পানি অত্যাবশ্যক। এদেশে ব্যবসা–বাণিজ্য ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে জলপথ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ ব্যাখ্যা কর।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি বিশেষণ কর।

■ অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ২৮ মিশ্র অর্থব্যবস্থা, সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচন

বনির বাবা একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তিনি প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসে তার পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোথাও না কোথাও বেড়াতে যান। অবশ্য এজন্য তিনি তার কোম্পানি থেকে একটি ভ্রমণ ভাতা পান। কিন্তু এ বছর তিনি ভ্রমণ ভাতা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জমি কিনেন। এখানে কাজ করার জন্য কিছু শ্রমিক নিয়োগ করেন। এক সময় তিনি উপলব্ধি করেন তার হাতে যা টাকা আছে তা অপর্যাপ্ত। তখন তিনি একটি সরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার ব্যবসায় আরো বড় হচ্ছে। তিনি আরো শ্রমিক নিয়োগ দেবেন বলে ভাবছেন। [অধ্যায় : ১ ও ২]

ক. কারা ভূমিবাদ মতবাদ প্রচার করে? ১

খ. 'কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে তার উপযোগ থাকতে হবে'– এই বাক্যটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বনির বাবা ব্যবসা দিতে গিয়ে ভ্রমণে যে ছাড় দিয়েছেন অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বনির বাবার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিশেষণ করে বাংলাদেশে বিরাজমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফরাসিরা ভূমিবাদ মতবাদ প্রচার করে।

খ উপযোগ সম্পদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোনো দ্রব্যের অভাব মোচনের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে। যেসব দ্রব্যসামগ্রীর উপযোগ আছে, যোগান সীমাবদ্ধ এবং বিক্রয়যোগ্য সেসব দ্রব্যসামগ্রীকে অর্থনীতিতে সম্পদ বলে। যেমন : বাড়িঘর, আসবাবপত্র, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি। এজন্যই বলা হয়, কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে তার উপযোগ থাকতে হবে।

গ বনির বাবা ব্যবসা দিতে গিয়ে বাৎসরিক ভ্রমণে যে ছাড় দিয়েছেন, তা অর্থনীতির ভাষায় সুযোগ ব্যয়। সাধারণভাবে বলা যায়, কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করতে হয়, এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো অন্য একটির সুযোগ ব্যয়। এক্ষেত্রে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার সুযোগ ব্যয় হলো বাৎসরিক ভ্রমণ। মানুষ তার পছন্দের সবকিছুই এক সঙ্গে পেতে পারে না। সম্পদ ও সময়ের স্বল্পতার কারণে মানুষের একাধিক পছন্দের ক্ষেত্রে একটি পেতে গেলে বিকল্প সর্বাধিক পছন্দের আর একটি হাতছাড়া হয়ে যায়। যেমনটি হয়েছিল উদ্দীপকে বনির বাবার ক্ষেত্রে। তিনি ব্যবসা করতে গিয়ে এ বছরের ভ্রমণ ত্যাগ করেছেন।

ঘ বনির বাবার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে আমরা দেখি যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বর্তমান মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিরাজমান। যেমন :

১. সরকারি ও বেসরকারি খাতের উপস্থিতি স্বীকৃত : মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানা, উৎপাদন ব্যবস্থা, ব্যবসায়–বাণিজ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতের উপস্থিতির স্বীকৃতি। প্রয়োজনীয়তা ও সামর্থ্য অনুযায়ী উভয় খাত তাদের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। উদ্দীপকে বনির বাবা তার ব্যবসায়ের প্রয়োজনে সরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ নেন।

২. বেসরকারি বিনিয়োগ : সরকারি বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যবসায়–বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহ পরিচালিত হয়। তবে তাতে সরকারের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকে। উদ্দীপকেও বনির বাবাকে দেশের নিয়মের অধীনেই ব্যবসায় করতে হবে।

৩. ভোক্তার স্বাধীনতা : মিশ্র অর্থনীতিতে ভোক্তার পছন্দকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয় এবং তারা পছন্দমতো ক্রয় ও ভোগ করতে পারে। উদ্দীপকে বনির বাবাও স্বাধীনভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করেন। তবে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সরকার কোনো কোনো দ্রব্যের উৎপাদন ও দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৪. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা : এই ব্যবস্থায় পেশা নির্বাচন ও অর্থনৈতিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। যেমনটি বনির বাবা করেছেন।

বিশ্বে বর্তমানে অনেকে মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে একটি উন্নত অর্থব্যবস্থা বলে মনে করেন। বনির বাবার ব্যবসায় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত এ অবস্থার প্রমাণবাহী।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ উপযোগ কাকে বলে?

উত্তর : কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব মেটানোর ক্ষমতাকে উপযোগ বলে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ মানবিক সম্পদ কাকে বলে?

উত্তর : মানুষের বিভিন্ন প্রকার দক্ষতা ও যোগ্যতাকে মানবিক সম্পদ বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের কত ভাগ কৃষি থেকে আসে?

উত্তর : বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের ১৩ ভাগ কৃষি থেকে আসে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কী?

উত্তর : বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে কোনটি ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে সিলিকা বালু ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ বাংলাদেশে কতভাগ বনভূমি রয়েছে?

উত্তর : বাংলাদেশে শতকরা ১৭ ভাগ বনভূমি রয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ বাংলাদেশের কৃষি জমিতে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদনের প্রধান কারণ কী?

উত্তর : পলিসমৃদ্ধ উর্বর ভূমির কারণে এদেশের জমিতে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ রাসায়নিক সার তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে কোনটি ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : রাসায়নিক সার তৈরিতে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হয় প্রাকৃতিক গ্যাস, বিশেষ করে মিথেন গ্যাস।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ এ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট কয়টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে?

উত্তর : এ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ২৫টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ বর্তমানে বাংলাদেশে কয়টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে?

উত্তর : বর্তমানে বাংলাদেশে ১৯টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ বেলাবো গ্যাসক্ষেত্রটি কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : বেলাবো গ্যাসক্ষেত্রটি নরসিংদীতে অবস্থিত।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ বাংলাদেশের ভূখণ্ডে কমপক্ষে কতভাগ বনাঞ্চল থাকা দরকার?

উত্তর : বাংলাদেশের ভূখণ্ডে কমপক্ষে ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা দরকার।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ সম্প্রতি কোথায় কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে?

উত্তর : সম্প্রতি দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়ায় কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ আমেরিকায় শতকরা কতভাগ বনভূমি রয়েছে?

উত্তর : আমেরিকায় শতকরা ৩৪ ভাগ বনভূমি রয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ জাপানে শতকরা কতভাগ বনাঞ্চল রয়েছে?

উত্তর : জাপানে শতকরা ৬৩ ভাগ বনাঞ্চল রয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ বার্মায় শতকরা কত ভাগ বনাঞ্চল রয়েছে?

উত্তর : বার্মায় শতকরা ৬৭ ভাগ বনাঞ্চল রয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ ভারতে শতকরা কতভাগ বনাঞ্চল রয়েছে?

উত্তর : ভারতে শতকরা ২২ ভাগ বনাঞ্চল রয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ দিনাজপুর ও রংপুরের বনভূমির আয়তন কত?

উত্তর : দিনাজপুর ও রংপুরের বনভূমির আয়তন প্রায় ৩৯ বর্গকিলোমিটার।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ মধুপুর ও ভাওয়াল বনভূমির আয়তন কত?

উত্তর : মধুপুর ও ভাওয়াল বনভূমির আয়তন প্রায় ১০৬৪ বর্গকিলোমিটার।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য কাকে বলে?

উত্তর : যেসব ভোগ্যদ্রব্য দীর্ঘকাল ধরে ভোগ করা যায় তাকে স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য বলে।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলি নদীর তীরে বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অবস্থিত।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ বাংলাদেশের কোথায় পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে?

উত্তর : বাংলাদেশের সিলেটের হরিপুরে পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কুষ্টিয়ায় অবস্থিত।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নরসিংদিতে অবস্থিত।

প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ গোয়ালপাড়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : গোয়ালপাড়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি খুলনায় অবস্থিত।

প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥ পানিবিদ্যুৎ কাকে বলে?

উত্তর : পানি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎকে পানিবিদ্যুৎ বলে।

প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥ অর্থনীতিতে দ্রব্য কী?

উত্তর : যে জিনিসের উপযোগ আছে অর্থনীতিতে তাই দ্রব্য।

প্রশ্ন ॥ ২৮ ॥ অবাধলভ্য দ্রব্য কী?

উত্তর : যেসব দ্রব্য বিনা পরিশ্রমে এবং বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলে।

প্রশ্ন ॥ ২৯ ॥ বাতাস কোন ধরনের দ্রব্য?

উত্তর : বাতাস অবাধলভ্য ধরনের দ্রব্য।

প্রশ্ন ॥ ৩০ ॥ সুযোগ ব্যয় কী?

উত্তর : একটি দ্রব্য বা জিনিস পাওয়ার জন্য অপর দ্রব্য বা জিনিস ত্যাগের নামই হলো সুযোগ ব্যয়।

প্রশ্ন ॥ ৩১ ॥ অর্থনৈতিক কার্যাবলি কাকে বলে?

উত্তর : মানুষ জীবিকা সংগ্রহের জন্য যেসব কার্যাবলি করে থাকে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে।

প্রশ্ন ॥ ৩২ ॥ মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা কী?

উত্তর : মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা হলো দ্রব্য সামগ্রীর অভাব পূরণ করা।

প্রশ্ন ॥ ৩৩ ॥ বিনিয়োগ কী?

উত্তর : সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলে।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ খনিজ সম্পদ হিসেবে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের অবস্থান ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান খনিজ সম্পদ। এ পর্যন্ত দেশে ২৫টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে গ্যাসের মোট মজুদ প্রায় ১৬ বিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে কেবল ১৯টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে। উৎপাদনরত গ্যাসক্ষেত্রগুলো হলো : বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, কৈলাসটিলা, রশিদপুর, সিলেট, তিতাস, বেলাবো (নরসিংদী), মেঘনা, সাঙ্গু, সালদা নদী, জালালাবাদ, বিয়ানিবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ফেনী, বিবিয়ানা ও বাঙ্গুরা। এ গ্যাস রাসায়নিক সার তৈরিতে কাঁচামালরূ পে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে, কলকারখানা ও গৃহে এ গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ অ–অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : যেসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না এবং জীবনধারণের জন্য ব্যয় করা যায় না তাকে অ–অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলা হয়।

এ ধরনের কর্মকাণ্ড মানুষের অভাব পূরণ করলেও অর্থ উপার্জনে ভূমিকা রাখতে পারে না। যেমন– পিতামাতার সন্তান লালনপালন, খেলাধুলা করা, ধার্মিক লোকের ধর্মচর্চা ইত্যাদি অ–অর্থনৈতিক কাজের উদাহরণ। এছাড়াও যেসব কাজ সমাজে বিরূ প প্রভাব ফেলে তাও অ–অর্থনৈতিক কাজ। যেমন– চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, দুর্নীতি ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদের গুরবত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বাংলাদেশের সর্বত্র বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখি দেখা যায়। যা প্রাণিজ সম্পদ হিসেবে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গৃহপালিত পশুপাখির মধ্যে গরব, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি প্রধান। এছাড়া সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে রয়েছে বাঘ, হাতি, হরিণ প্রভৃতি মূল্যবান জীবজন্তু ও অসংখ্য প্রজাতির পাখি। আমাদের নদনদী, বিল, হাওড়, পুকুর ইত্যাদি জলাশয় এবং বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন রকম মাছ পাওয়া যায়। এসব জলাশয়ের মাছ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। যা আমাদের অর্থনীতিতে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশে প্রাণিজ সম্পদের গুরবত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি সম্পদ গুরবত্বপূর্ণ কেন?

উত্তর : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় এদেশের অর্থনীতিতে কৃষি সম্পদ গুরবত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে বিস্তৃত এলাকাজুড়ে রয়েছে পলি সমৃদ্ধ উর্বর কৃষিবেত্র। আমাদের জমির উর্বরতা, অনুকূল আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, নদনদী প্রভৃতি কৃষি উৎপাদনের সহায়ক। এদেশে প্রায় ২ কোটি ২৭ লব একর চাষযোগ্য কৃষি জমি রয়েছে। আমাদের কৃষিবেত্রে ধান, গম, ডাল, আলু, তৈলবীজ, ফলমূল প্রভৃতি খাদ্যশস্য এবং পাট, ইক্ষু, চা, তামাক, রেশম প্রভৃতি অর্থকরী ফসল উৎপন্ন হয়। দেশের প্রায় ৭৫ ভাগ লোক প্রত্যব বা পরোবভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের প্রায় ১৩ ভাগ কৃষি হতে আসে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি সম্পদের ভূমিকা অপরিহার্য।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ সঞ্চয় কীভাবে বিনিয়োগকে প্রভাবিত করে?

উত্তর : সঞ্চয় সরাসরি বিনিয়োগকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আয় থেকে সঞ্চয় করে থাকে। সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে বিনিয়োগ বলে। বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়। তখনই মানুষ বিনিয়োগ বাড়ায়, যখন তার সঞ্চয় বাড়ে। তাই বলা যায়, সঞ্চয় প্রত্যবভাবে বিনিয়োগকে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ কৃষিই বাংলাদেশের মানুষের কর্মসংস্থানের বড় খাত– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় বাংলাদেশের মানুষের কর্মসংস্থানের দিক থেকে কৃষিই এখন বড় খাত হিসেবে পরিচিত।

বাংলাদেশের শ্রমশক্তির প্রায় ৫০% শ্রমিক এখানে নিয়োজিত। জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ ভাগ মানুষ কৃষির ওপর প্রত্যব বা পরোবভাবে জড়িত। জমি চাষ, বীজবপন, পানি সেচ, সার ছিটানো, কীটনাশক ছিটানো, ফসল কাটা, ফসল বিক্রয়, পশুপালন, বিভিন্ন রকম তরিতরকারি ও ফলমূল উৎপাদন ও বিক্রয়ের মতো কাজগুলো কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত। ফলশ্রবতিতে বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ প্রত্যব বা পরোবভাবে এসব কাজের সাথে জড়িত। তাই কৃষিকে কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ বিনিয়োগ কীভাবে উৎপাদন বাড়ায়?

উত্তর : বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। ধরা যাক, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি কারখানায় এক লব টাকার মূলধন সামগ্রী আছে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা ঐ কারখানায় ব্যবহৃত হলো। অতিরিক্ত এই পঞ্চাশ হাজার টাকা হলো বিনিয়োগ। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে মজুদ মূলধন দ্রব্যের সঙ্গে যতটা অতিরিক্ত মূলধন দ্রব্য যোগ করা হয় তাকে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বলে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ সঞ্চয় বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ভোগ ব্যয়ের পরে আয়ের যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাকে সঞ্চয় বলে।

মানুষ আয় করে ভোগ করার জন্য। কিন্তু আয়ের পুরো অংশ ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য কিছু অংশ রেখে দেওয়ার নামই সঞ্চয়। যেমন, বাবা এক মাসে দশ হাজার টাকা বেতন পান। নয় হাজার টাকা পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। আর এক হাজার টাকা রেখে দেন ভবিষ্যতের জন্য। তাই এক হাজার টাকাই হলো সঞ্চয়। সঞ্চয়ের এ ধারণাটি সমীকরণ দ্বারা বোঝানো যায়। যেমন– $S = Y - C$ (যখন $Y > C$) [এখানে S = সঞ্চয়, Y = আয়, C = ভোগ ব্যয়]

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ দ্রব্য বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : দ্রব্য বলতে আমরা সাধারণত শুধু বস্তুগত সম্পদকে বুঝে থাকি। কিন্তু বাস্তবে এমন অনেক দ্রব্য আছে যেগুলো অবস্তুগত (যেমন– আলো, বাতাস ইত্যাদি) হলেও অর্থনীতিতে এগুলো দ্রব্য। অতএব, মানুষের অভাব মিটাবার ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তুগত ও অবস্তুগত সব জিনিসকে আমরা অর্থনৈতিক দ্রব্য বলে থাকি। অর্থাৎ যে জিনিসের উপযোগ আছে অর্থনীতিতে তাই দ্রব্য।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ বিনিয়োগ কী? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মানুষ আয় থেকে সঞ্চয় করে থাকে। সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলে। ধর, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি কারখানায় এক লক্ষ টাকার মূলধন সামগ্রী আছে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা ঐ কারখানায় ব্যবহৃত হলো। অতিরিক্ত এ পঞ্চাশ হাজার টাকা হলো বিনিয়োগ। বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ অর্থনৈতিক কাজ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : মানুষ জীবিকা সংগ্রহের জন্য যে কার্যাবলি করে থাকে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলা হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবনধারণের জন্য তা ব্যয় করে। যেমন– শ্রমিক কলকারখানায় কাজ করে, কৃষকরা জমিতে কাজ করে, ডাক্তার রোগীদের চিকিৎসা করে, শিল্পপতিরা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে– এগুলো হলো অর্থনৈতিক কাজ। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা হলো দ্রব্যসামগ্রীর অভাব পূরণ করা।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ আয় বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : উৎপাদনের কোনো উপকরণ ব্যবহারের জন্য উপকরণ বা দ্রব্যের মালিক একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে অর্থ পায় তাকে আয় বলে। শ্রমের জন্য প্রাপ্ত আয়কে মজুরি বলে। আয় না থাকলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। আয়ের ওপরই মানুষের সঞ্চয় প্রবণতা এবং বিনিয়োগ নির্ভর করে।